ফরয নামায, জানাযা নামাযের পর সম্মিলিত মোনাজাত, একামতের
সময় কখন দাঁড়ানো সুন্নাত, আযানের পূর্বে ও পরে সালাত-সালাম
পাঠের বৈধতা ও প্রিয় নবীর নাম মোবারক শ্রবণে বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বনের
বিধান সহ পঞ্চ বিষয়ে ইসলামী সমাধান সম্বলিত প্রামান্য গ্রন্থ

www.YaNabi.in

ফায়সালায়ে পাঞ্জ মাসয়ালা

(পাঁচ মাসয়ালার সমাধান)

মাওলানা মোহাম্মদ ইকবাল হোছাইন আলকাদেরী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ফরয নামায, জানাযা নামাযের পর সম্মিলিত মোনাজাত, একামতের সময় কখন
দাঁড়ানো সুন্নাত, আযানের পূর্বে ও পরে সালাত-সালাম পাঠের বৈধতা ও প্রিয়
নবীর নাম মোবারক শ্রবণে বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বনের বিধান সহ পঞ্চ বিষয়ে
ইসলামী সমাধান সম্বলিত প্রামান্য গ্রন্থ

فیصلۂ پنج مسئلہ

ফায়সালায়ে পাঞ্জ মাস্‌য়ালা

(পাঁচ মাসয়ালার সমাধান)

গ্রন্থনায়
মাওলানা মুহাম্মদ ইকবাল হোছাইন আলকাদেরী
কেন্দ্রীয় মহাসচিব, আহলে সুন্নাত ইমাম সংস্থা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশনায়
আল মদিনা প্রকাশনী
১০৫, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

◈ গ্রন্থের নাম
ফায়সালায়ে পাঞ্জ মাস্‌য়ালা

◈ গ্রন্থনায়
মাওলানা মুহাম্মদ ইকবাল হোছাইন আলকাদেরী
কেন্দ্রীয় মহাসচিব, আহলে সুন্নাত ইমাম সংস্থা, চট্টগ্রাম।

◈ গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক

◈ প্রকাশকাল
১ আগষ্ট ২০১৩ ইং

◈ কম্পোজ, প্রচ্ছদ ডিজাইন ও মুদ্রণে
আল মদিনা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল : 01818-907002

◈ প্রকাশনায়
আল মদিনা প্রকাশনী, ১০৫, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল : 01819-513163, 01825-384232

মূল্য : ৮০ [আশি] টাকা মাত্র।

Faisalaye Panje Masala, By : Mv. Md. Iqbal Hossian Alqaderi, Published By : Mohammad Eliyas, Al-Madina Prokasoni. price : Tk: 80/-

www.YaNabi.in

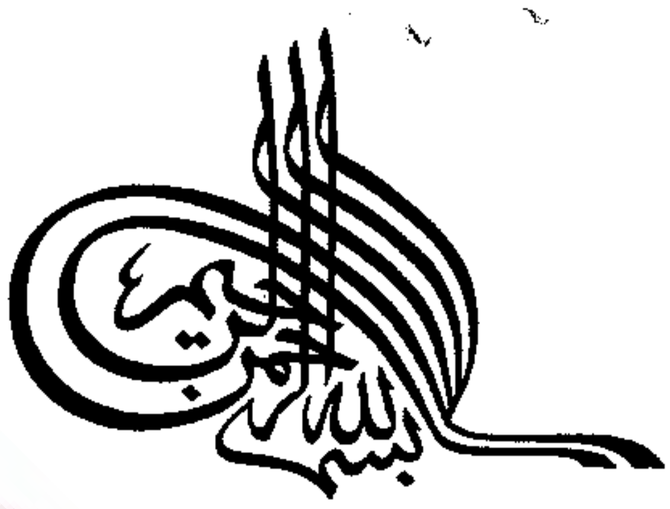

بسم الله الرحمن الرحيم

مَوْلَايَ صَلِّ وَّسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا

عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ

مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ

وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عَرْبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

www.YaNabi.in

উৎসর্গ

মরহুমা হালিমা খাতুনের আত্মার
মাগফিরাত কামনায়

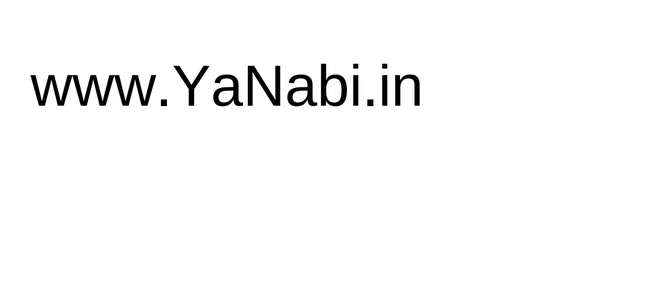

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সূচীপত্র

ভূমিকা # ১

ফরয নামাযের পর হাত তুলে সম্মিলিত মোনাজাত # ২

জানাযা নামাযেরপর হাত তুলে সম্মিলিত মোনাজাত # ১২

ইকামতের সময় মুসল্লীগণ কখন দাঁড়াবেন! # ২৫

আযানের পূর্বে ও পরে সালাত-সালাম পাঠের বৈধতা # ২৯

আযানের সময় প্রিয় নবীর নাম মুবারক শ্রবণে বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বনের বিধান # ৪০

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حامدا ومصليا ومسلما امّا بعد

ভূমিকা

ইসলাম একটি সার্বজনীন জীবন ব্যবস্থার নাম। এমন কোন সমস্যা নেই, যার সমাধান ইসলাম দিতে পারেনি। কিন্তু আজ দুঃখের সাথে কলম ধরতে হচ্ছে, এক শ্রেণির মুসলমান বুঝে কিংবা না বুঝে অথবা ইচ্ছা করে স্বীয় ভ্রান্ত মতবাদ সরল প্রাণ মুসলিম মিল্লাতের অন্তরে অনুপ্রবেশের মাধ্যমে মারাত্মক ফিৎনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টির পায়তারা চালিয়ে যাচ্ছে। কথায় কথায় এটা বিদ'আত, ঐটা নাজায়েয, হারাম ইত্যাদি ফতোয়া দিয়ে বৈধ, জায়েয, সাওয়াবজনক কাজ বা ইবাদতকেও বিতর্কিত করে তুলছে। যেমন ফরয নামাযের পর দোয়া-মোনাজাত, জানাযা নামাজের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া, আযানের পূর্বে-পরে দরুদ শরীফ তথা সালাত-সালাম পাঠ করা, একামতের সময় 'হাইয়্যা আ'লাছ ছালাত' বলার পর দাঁড়ানো, প্রিয় নবীর মোবারক নাম শ্রবণ করে বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বনের বিধান সহ ইত্যাদি বিষয়ে শরীয়তে জায়েয ও সাওয়াবজনক হওয়ার পক্ষে অসংখ্য দলীল থাকার পরও এগুলো নিয়ে অপব্যাখ্যা ও অপ-প্রচারের শেষ নেই। আমি ২০১১ ইং আরব আমিরাতে সফরে গেলে সারজা প্রবাসী বোয়ালখালীর কৃতি সন্তান বিশিষ্ট দানবীর নবীপ্রেমিক সুন্নী দরদী জনাব আহমদ আলী জাহাঙ্গির ভাই বর্ণিত বিষয়গুলো নিয়ে আমার সাথে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আমিও তাকে আশ্বাস দিয়েছিলাম দেশে ফিরে বর্ণিত বিষয় সমূহ নিয়ে একটি গ্রন্থ লিখে সৃষ্ঠ মতানৈক্যের অবসান ঘটাতে চেষ্টা করব। তাই কোরআন-সুন্নাহর অসংখ্য অকাট্য প্রমাণ ও মোনাজাত বিরুধীদের উপস্থাপিত দলীল খন্ডন করে পঞ্চ বিষয়ের সমাধান বা ফায়সালায়ে পাঞ্জ মাসয়ালা নামে গ্রন্থটি মুসলিম মিল্লাতের নিকট পেশ করলাম। আশা করি মহান আল্লাহ্ পাক যদি হেদায়াত নসীবে রাখেন তাহলে বর্ণিত বিষয়গুলো নিয়ে মত পার্থক্য সৃষ্টি না করে সবাই এগুলোর উপর আমল করবেন ইনশাআল্লাহ। কারণ এ ধরনের ছোট খাটো মাসয়ালা নিয়ে মতানৈক্য করার সময় এখন আর নেই। এখন ইসলাম ও মুসলমানের অস্থিত্ব রক্ষায় এগিয়ে যেতে হবে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে। আমরা যদি এগুলো নিয়ে বাড়াবাড়ি, ফিৎনা-ফ্যাসাদে লিপ্ত থাকি, মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে যাব বৈকি। অতএব ইসলামী শরীয়তের আলোকে প্রমাণিত আমলগুলো যাতে আমাদের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং প্রিয় নবী রাহমাতুল্লিল আলামীন ﷺ-এর ভালবাসা অন্তরে ধারণ করে সুন্নাতে নববীর ওপর চলতে হবে। মহান আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন সবাইকে সঠিক পথ ও মত আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর অটল ও অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন। আমীন বেহুরমতে রাহমাতুল লিল আ'লামীন ﷺ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ফরয নামাযের পর হাত তুলে সম্মিলিত মোনাজাত

Largest Sunni Bangla Site

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ফরয নামাযের পর হাত তুলে সম্মিলিত মোনাজাত

ফরয নামাযের পর হাত তুলে সম্মিলিত মোনাজাত বা দোয়া করার গুরুত্ব

দোয়ার ফযিলত পবিত্র কুরআনের আলোকে-

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا۟ لِى وَلْيُؤْمِنُوا۟ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

অর্থাৎ- এবং হে মাহবুব! যখন আপনাকে আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে, তবে আমি তো নিকটেই আছি। প্রার্থনা গ্রহন করি আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে। সুতরাং তাদের উচিত যেন আমার নির্দেশ মান্য করে এবং আমার উপর ঈমান আনে, যাতে পথের দিশা পায়।[১]

ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٥٥﴾

অর্থাৎ- স্বীয় রবের দরবারে দোয়া (প্রার্থনা) করো বিনীতভাবে এবং গোপনে নিশ্চয় সীমাতিক্রমকারীগন তাঁর নিকট পছন্দনীয় নয়।[২]

দোয়া না করা অহংকারের চিহ্ন

وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِىٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿٦٠﴾

অর্থাৎ- এবং তোমাদের রব বলেছেন, আমার নিকট প্রার্থনা করো, আমি গ্রহন করবো। নিশ্চয় ওই সব লোক, যারা আমার ইবাদত থেকে অহংকারে বিমুখ হয়, তারা অবিলম্বে জাহান্নামে যাবে লাঞ্ছিত হয়ে।[৩]

পবিত্র হাদীসের আলোকে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : اَلدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ.

---

১. সূরা বাকারা, আয়াত- ১৮৬, পারা-২
২. সূরা আ'রাফ, আয়াত- ৫৫, পারা- ৮
৩. সূরা মুমিন, পারা- ২৪, আয়াত- ৬০

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

-হযরত আনাছ বিন মালিক ﵁ হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন, দোয়া হচ্ছে ইবাদতের মগজ বা মূল ।[৪]

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵁ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.

-হযরত নো'মান বাশীর ﵁ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি প্রিয় নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি, দোয়াই হলো ইবাদত ।[৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللهِ تَعَالَى مِنْ الدُّعَاءِ.

-হযরত আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন, মহান আল্লাহর নিকট দোয়ার চেয়ে অধিক সম্মানিত বস্তু আর কিছুই নেই ।[৬]

عَنْ سَلْمَانَ ﵁ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ.

-হযরত সালমান ﵁ হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী ﷺ বলেন, দোয়া ব্যতীত আর কিছুই তাকদীর পরিবর্তন করতে পারে না, আর পূন্য ব্যতীত অন্য কিছু আয়ু (হায়াত) বৃদ্ধি করতে পারেনা ।[৭]

দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ'র মধ্যে বর্ণিত অসংখ্য মোনাজাত বা দোয়ার ফযিলতের মধ্যে এখানে মাত্র কয়েকটি আয়াত ও হাদীস উপস্থাপন করা হয়েছে। বর্ণিত বর্ণনা দ্বারা আমরা সংক্ষেপে দোয়ার গুরুত্ব যে কত অপরিসীম তা বুঝতে পেরেছি। দোয়া করলে মহান আল্লাহ বান্দাকে ভালবাসেন আর অকাতরে দান করতে থাকেন বান্দা যা প্রার্থনা করে। এখন আসা যাক, দোয়া বা মোনাজাত করার নিয়ম পদ্ধতি কি ধরনের হতে পারে তা জেনে নেয়ার চেষ্টা করি ।

মোনাজাত বা দোয়া করার পদ্ধতি

দোয়া বা মোনাজাতের আদব হাত উঠানো ।

عَنْ أَنَسٍ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

---

৪. তিরমিযী শরীফ, ২য় খণ্ড, দোয়ার ফযীলত অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১৭৫
৫. তিরমিযী শরীফ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৭৫
৬. তিরমিযী, ২য় খণ্ড, দোয়ার ফযীলত অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১৭৫
৭. তিরমিযী, দাওয়াত অধ্যায়, ২য় খণ্ড, হাদীস নং- ১৭৩৯

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

-খাদেমে রাসূল হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়ার জন্য হাত তুলেছেন, এমনকি আমি তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উভয় বগল মোবারক বাহুমূলের শুভ্রতা অবলোকন করছি।[৮]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّى يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ.

-আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর বিন' খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দোয়ার জন্য হাত উত্তোলন করতেন, তা স্বীয় চেহারা মোবারকে বুলিয়ে নেয়ার পূর্বে নামিয়ে নিতেন না।[৯]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَعَا جَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَى وَجْهِهِ.

-হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দোয়া করতেন, স্বীয় বরকতময় হাতের তালুদ্বয় নিজের চেহারা মোবারক বরাবর করতেন।[১০]

عَنِ الزُّهْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ صَدْرِهِ فِي الدُّعَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ.

-হযরত ইমাম যুহুরী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করার সময় উভয় হাত মোবারক পবিত্র বক্ষ পর্যন্ত তুলতেন। অতঃপর দোয়া শেষে উভয় হাত স্বীয় চেহারা মোবারকে বুলিয়ে নিতেন।[১১]

দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ বর্ণিত হাদীসগুলো দ্বারা প্রমানিত হলো মোনাজাত বা দোয়া করার নিয়ম হচ্ছে হাত তুলে করা এবং হাত চেহারা কিংবা সিনা বরাবর উত্তোলন করা।

ফরয নামাযের পর হাত তুলে সম্মিলিত দোয়া বা মোনাজাত করার গুরুত্ব পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে-

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ۝٨

---

৮. বোখারী শরীফ, কিতাবুদ দাওয়াত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯৩৮
৯. তিরমিযী শরীফ, ২য় খণ্ড, দাওয়াত অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১৭৬
১০. তাবরানী : আল মু'জামুল কবির, হাদীস নং- ১২২৩৪
১১. আল মুসান্নাফ, আবদুর রাজ্জাক, হাদীস নং- ৩২৩৪

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ- অতএব যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।[১২]

عَنْ قَتَادَةَ وَالضَّحَّاكُ وَمَقَاتِلُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ) أَيْ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَوةِ الْمَكْتُوبَةِ فَانْصَبْ إِلَى رَبِّكَ فِي الدُّعَاءِ وَرَغِّبْ إِلَيْهِ فِي الْمَسْأَلَةِ يُعْطِكَ.

-হযরত কাতাদাহ, দাহহাক ও মকাতীল رضي الله عنه মহান আল্লাহর এই বাণী- فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ সম্পর্কে বর্ণনা করেন, এর মর্মার্থ হলো, আপনি যখন ফরয নামায শেষ করবেন, তখন নিজেকে দোয়া করার জন্য নিয়োজিত করে নেবেন এবং দোয়া করার জন্য তারই প্রতি আত্মনিয়োগ করবেন। তিনি আপনাকে প্রদান করবেন।[১৩]

عَنِ الأَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ اَلْفَجْرَ سَلَّمَ اِنْحَرَفَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا.

-হযরত আছওয়াদ আমেরী رضي الله عنه স্বীয় পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি প্রিয় রাসূলের সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম, তিনি যখন সালাম ফিরালেন, তখন একদিক হয়ে স্বীয় উভয় হাত মোবারক উত্তোলন করে দিলেন আর দোয়া করলেন।[১৪]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ : قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ : جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ.

-হযরত আবু উমামা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, একদা প্রিয় রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, কোন সময়ের দোয়া সবচেয়ে বেশী কবুল হয়ে থাকে। তিনি (প্রিয় রাসূল ﷺ) বললেন, শেষ রাতের মধ্য ভাগে এবং প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে (দোয়া বেশী কবুল হয়)।[১৫]

---

১২. সূরা ইনশিরাহ, পারা- ৩০, আয়াত- ৭-৮
১৩. আদ দুররুল মনসুর, রুহুল বয়ান, জালালাইন, পৃষ্ঠা- ৫০৬
১৪. ইবনে আবি শায়বাহ, আল মুসান্নাফ, হাদীস নং- ৩০৯৩
১৫. তিরমিযী, দাওয়াত অধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৮৭

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيُّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : لاَ يَجْتَمِعُ مَلأٌ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ وَيُؤَمِّنُ سَائِرُهُمْ إِلا أَجَابَهُمُ اللهُ تَعَالَى.

-হযরত হাবীব বিন মাসলামা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি যে, যখন কোন দল একত্রিত হয়ে একজন দোয়া করে এবং অন্যরা সকলে আমীন বলে, তখন আল্লাহ্ পাক তাদের দোয়া অবশ্যই কবুল করেন।[১৬]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى يَحْيَى قَالَ : رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ زُبَيْرٍ رضي الله عنه وَرَأَى رَجُلاً رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْا قَبْلَ أَنْ يَّفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ.

-হযরত মুহাম্মদ বিন আবু ইয়াহইয়া রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদা আমি দেখলাম যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জোবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু এক ব্যক্তিকে নামায থেকে মুক্ত হওয়ার পূর্বে হাত তুলে দোয়া করতে দেখলেন। তিনি যখন নামায থেকে মুক্ত হলেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে জোবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকটিকে বললেন, নিশ্চয় প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত হাত উঠাতেন না।[১৭]

ذَكَرَ اِبْنُ كَثِيْرٍ فِي قِصَّةِ عَلاَءُ ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ رضي الله عنه نُودِىَ بِصَلاَةِ الصُّبْحِ ، حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَوةَ جَثَا عَلَى رَكْبَتَيْهِ – وَجَثَا النَّاسُ وَنَصَبَ فِي الدُّعَاءِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَفَعَلَ النَّاسُ مِثْلُهُ.

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হযরত ইবনে কাসীর হযরত আলা ইবনুল হাদরামী রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন- ফজর উদিত হওয়ার পর ফজরের নামাযের আযান দেয়া হলো, তখন হযরত আ'লা ইবনুল হাদরামী রাযিয়াল্লাহু আনহু লোকদের নিয়ে ফজরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর নামায যখন সমাপ্ত করলেন, তখন তিনি হাঁটু গেড়ে বসলেন এবং মুসল্লিরাও অনুরূপভাবে বসলেন।

---

[১৬]. তাবরানী শরীফের বরাতে আল মুনতাখাব মিন আদিল্লাতিল আহনাফ, পৃষ্ঠা- ৭৪

[১৭]. আল আহাদীসুল মুখতারা, হাদীস নং- ৩০৩

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এরপর দুই হাত তুলে (সম্মিলিত ভাবে) দোয়া শুরু করলেন। আর মুসল্লিরাও তার মত করলেন।[১৮]

দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ বর্ণিত হাদীসগুলো দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে, ফরয নামাযের পর দোয়া কবুল, দুই হাত তুলে ফরয নামাযের পর সম্মিলিত ভাবে মোনাজাত করা সুন্নাতে রাসূল ﷺ। তাই ফরয নামাযের পর মোনাজাত করা না করা নিয়ে ফিৎনা সৃষ্টি করা কোন সত্যিকার মুসলমানের কাজ নয়। যারা করবে তারা হাদীসের উপর আমল করে ছাওয়াবের ভাগী হবেন। যারা বিরুধীতা করে তারা কি একটি হাদীসও দেখাতে পারবে যে, প্রিয় নবী নামাযান্তে হাত তুলে দোয়া মোনাজাত করতে নিষেধ করেছেন। কোন দিন পারবে না, বরং মোনাজাতকে পর্যন্ত বিদয়াত বলে এরা মানুষকে আল্লাহর নিকট হাত তুলে দোয়া করতে নিষেধ করছে। আল্লাহ পাক তাদের হেদায়াত দান করুন, আমীন।

ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মোনাজাতকে বিদয়াত ফতোয়াদাতাদের মুরুব্বিরাও সুন্নাত-মুস্তাহাব ইত্যাদি বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া

نماز پنجگانہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا سنت نبویہ ہے حصن حصین جو معتبر کتاب حدیث ہے اس میں احادیث مرفوعہ دعاء میں ہاتھ اٹھانے اور بعد دعاء کے منہ پر ہاتھ پھیرنے کی موجود ہیں۔

-পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর হস্তদ্বয় উত্তোলন করে দোয়া করা সুন্নাত, হিসনে হাসীন হাদীস শরীফের নির্ভরযোগ্য কিতাব, তার মধ্যে দোয়ার সময় হাত উঠানো এবং দোয়া শেষে হাত দ্বারা মুখমন্ডল মাসেহ করার ব্যাপারে অনেক মরফু হাদীস বর্ণিত রয়েছে।[১৯]

ঢাকা বসুন্ধরা কেন্দ্রীয় দারুল ইফতার ফতোয়া

মাসিক আল আবরারের প্রশ্নোত্তর পর্ব হুবহু প্রদত্ত হলো।

জিজ্ঞাসাঃ আমাদের এলাকায় কিছু লা মাজহাবী লোক একথা বলে বেড়ায় যে, ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মোনাজাত বিদআত। কারণ তা হাদীস দ্বারা প্রমানিত নয়। আমরা এ কারণে বেশ অসুবিধায় আছি। তাই মুহতারাম মুফতী সাহেবের কাছে জানার বিষয় হলো, ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মোনাজাত বিদআত কিনা? বিস্তারিত জানালে উপকৃত হবো।

---

১৮. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৩২৮

১৯. ফতোয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৯৯

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সমাধানঃ দু'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ এবাদত যা সব সময় কবুল হয়। তবে কুরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী দোয়া কবুল হওয়ার বিশেষ বিশেষ সময়ের মধ্যে ফরয নামাযের পরের সময়টি অন্যতম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বিভিন্ন দু'আর উল্লেখ পাওয়া যায়। হাদীস শরীফের বর্ণনা অনুযায়ী দুই হাত উঠিয়ে মোনাজাত করা মুস্তাহাব। স্বয়ং রাসূল ﷺ নিজেই কোন কোন সময় ফরয নামাযের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করেছেন। উপরন্তু সম্মিলিত দু'আ কবুল হওয়ার সু-সংবাদও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিধায় ইসলামের সোনালী যুগ হতে অদ্যবধি ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মোনাজাত করার প্রচলন চলে আসছে। তাই ফিকহ্‌বিদগন ও ওলামায়ে কেরাম ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মোনাজাতকে মুস্তাহাব ও ভাল কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এমতাবস্থায় সম্মিলিত দু'আ নামাযের পর হোক বা অন্য কোন সময়, বিদআত বলা যাবে না। বরং বিদআত বলা মূর্খতা। তবে নামাযের পর এভাবে দু'আ করাকে বাধ্যতামূলক মনে করা বা মাসবুকদের নামাযে বিঘ্ন ঘটার মত উচ্চ স্বরে দু'আ করা অনুচিত। এ'লাউস সুনান, খাইরুল ফাতাওয়া, মা'রিফুস সুনান, নুরুল ইজাহ্ আলা মারাকিউল ফালাহ্, ফতোয়ায়ে দারুল উলুম (দেওবন্দ)[২০]

জামেয়া ইসলামিয়া ওবাইদিয়া নানুপুর চট্টগ্রাম এর ফতোয়া

নানুপুর ওবাইদিয়ার হাদীস শাস্ত্রের অধ্যয়নরতদের যৌথ প্রচেষ্টায় ও মাওলানা জমির উদ্দীন সাহেবের সুযোগ্য সন্তান মাওলানা কুতুব উদ্দীন সাহেবের বিশেষ তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত "আল মুনতাখাব মিন আদিল্লাতিল আহনাফ" নামক গ্রন্থে ফরয নামাযের পর হাত তুলে সম্মিলিত মোনাজাতের পক্ষে অনেক দলিল প্রমান উপস্থাপন করেছেন এবং নির্দিষ্ট একটি অধ্যায়ও রেখেছেন এ গ্রন্থে শুধুমাত্র ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মোনাজাতকে কেন্দ্র করে। যেমন–

بَابٌ فِى الدُّعَاءِ الاِجْتِمَاعِى دُبُرِ الصَّلاَةِ الْمَفْرُوضَةِ.

অর্থাৎ- ফরয নামাযের সম্মিলিত দোয়া।[২১]

---

[২০]. মাসিক আল আবরার, বর্ষ-১, সংখ্যা-৮, শাওয়াল ১৪৩৩ হি. সেপ্টেম্বর ২০১২ইং; ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ- ঢাকা বসুন্ধরা থেকে প্রকাশিত।

[২১]. আল মুনতাখাব মিন আদিল্লাতিল আহনাফ, কৃত মাওলানা কুতুব উদ্দীন, নানুপুর, চট্টগ্রাম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বর্তমান আহলে হাদীসের বড় নেতা ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীরের অভিমত ঃ

দু'আ-মোনাজাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর দু'আর ফযীলত রয়েছে। এছাড়া দু'আর সময় হাত উঠানোর ফযীলত ও প্রমাণিত। তবে দলবদ্ধ দু'আর ফযীলত প্রমানিত নয়। কাজেই যিনি এ সময়ে দলবদ্ধভাবে হাত তুলে মুনাজাত করছেন তিনি মূলতঃ একটি জায়েয কাজ করছেন। ঢালাওভাবে একে বিদআত বলা ঠিক নয়। তিনি কেন করেছেন, কিভাবে করেছেন ইত্যাদির উপর এর বিধান নির্ভর করবে।

যদি এই ব্যক্তি এইরূপ জামাত বদ্ধ মুনাজাতকে সুন্নাত পদ্ধতিতে একাকী মুনাজাতের চেয়ে উত্তম মনে করেন বা জরুরী মনে করেন তবুও তার সাথে ঝগড়া বিবাদ করা বা তার বিরুদ্ধে কথা বলা ঠিক নয়। এইরূপ বিদ'য়াত কে বিদ'আহ ইযাফিয়্যাহ বা আংশিক বিদ'আত বলা হয়। মূল কর্মটি সুন্নাত।

কট্টর মুনাজাত বিরুধীদের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন- অনেক সময় তারা দলবদ্ধ মুনাজাতের বিরুদ্ধে যেভাবে কথা বলেন, অনেক বড় অন্যায় সম্পর্কে ততটা সোচ্চার হননা।[২২]

বর্তমান আহলে হাদীসের অন্যতম পেশোওয়া ড. সাহেব প্রকারান্তে মোনাজাতের পক্ষে অভিমত পেশ করলেন আর যারা মোনাজাতের বিরুদ্ধে কঠোর ঘোর বিরুধী তাদেরকে ফিৎনাকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অতএব, মোনাজাতের বিরুদ্ধে যাদের অবস্থান, তাদেরকে এটা পরিহার করতে হবে। কারণ যারা ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মোনাজাত করেন, তারা কখনও এ মোনাজাতকে বাধ্যতামূলক মনে করে না বরং সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদি মনে করে থাকেন।

বিবাদ হচ্ছে সরাসরি মোনাজাতকে বিদ'আত, হারাম ইত্যাদি ফতোয়া বা বাঁধা দেয়ার কারণে। অন্যথায় কেউ যদি এ মুস্তাহাব কর্মটি নাও করেন তবে কেউ তাকে কিছু বলার অবকাশ রাখে না। যত আপত্তি আর বিপত্তি সব মোনাজাতের বিরুধীতার মধ্যেই নিহিত। তাই একটি নেক কর্মকে বিদ'আত বলে মুসলিম সমাজে ফিৎনা সৃষ্টি না করে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

---

[২২]. মুনাজাত ও নামায কৃত ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর, সহযোগী অদ্যাপক আল-হাদীস বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্ঠিয়া, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদাহ, বাংলাদেশ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মহান আল্লাহ্ পাক সবাইকে সঠিক জ্ঞান দান করে মোনাজাতের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ আমলকে আকড়ে ধরার তাওফিক দান করুন। আমীন।

বিঃ দ্রঃ পরবর্তী সংস্করনে ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মোনাজাতের পক্ষে পৃথিবী খ্যাত সম্মানিত ফকীহগনের অভিমত সংযুক্ত করা হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জানাযার নামাযের পর হাত তুলে সম্মিলিত মোনাজাত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জানাযা নামাযের পর হাত তুলে সম্মিলিত মোনাজাত

জানাযা নামাযের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করা জায়েয।

পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর আলোকে-

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴿٨﴾

এ আয়াতের তাফসীরে রুহুল বয়ানে রয়েছে-

قَالَ قَتَادَةُ وَالضَّحَّاكُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَوةِ فَانْصَبْ فِي الدُّعَاءِ.

অর্থাৎ- হযরত কাতাদাহ এবং দাহহাক رضي الله عنهما বলেন, আপনি যখনই নামায হতে অবসর হন তখনই দোয়ার মধ্যে মনোনিবেশ করুন।[২৩]

বর্ণিত আয়াতে নামাযের পর দোয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং জানাযা যেহেতু এক প্রকার ফরয নামায যদিও তা ফরযে কেফায়া, সেহেতু জানাযা নামাযের পর দোয়া করাও প্রমানিত।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ».

হযরত আবু হুরাইরা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ে ফেলবে, অতঃপর সাথে সাথে তার জন্য (মৃত ব্যক্তির জন্য) আন্তরিকতার সাথে দোয়া কর।[২৪]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ : «جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ».

হযরত আবু উমামা رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় রাসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো? কোন সময়ের দোয়া বেশী গৃহীত হয়ে থাকে? তিনি বললেন- বেশি রাতের মধ্য ভাগে এবং প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে।[২৫]

জানাযা যেহেতু ফরযে কেফায়ার নামাজ তাই এ নামাযের পরেও দোয়া করা এ হাদীসের ভিত্তিতেও জায়েয, যেভাবে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরে জায়েয।

---

[২৩]. তাফসীরে রুহুল বয়ান, ১০/৪৬৪

[২৪]. আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত, পৃষ্ঠা- ১৪৬

[২৫]. তিরমিযী শরীফ, দাওয়াত অধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৮৭

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ﷺ قَالَ : لَـمَّا الْتَقَى النَّاسُ بِمُؤْتَةِ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْـمِنْبَرِ وَكُشِفَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّامِ فَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى مُعْتَرَكِهِمْ ، فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ فَمَضَى حَتَّى اُسْتُشْهِدَ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ وَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لَهُ ، وَقَدْ دَخَلَ الْـجَنَّةَ وَهُوَ يَسْعَى ، ثُمَّ أَخَذَ الرَّايَةَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَمَضَى حَتَّى اُسْتُشْهِدَ ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَدَعَا لَهُ وَقَالَ : اسْتَغْفِرُوا لَهُ وَقَدْ دَخَلَ الْـجَنَّةَ فَهُوَ يَطِيرُ فِيهَا بِجَنَاحَيْنِ حَيْثُ شَاءَ.

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সাহাবায়ে কেরাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) মাউনা নামক জায়গায় মিলিত হলেন, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে উঠে বসে পড়লেন এবং তাঁর নিকট শাম দেশের (মুতার যুদ্ধের) অবস্থা স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তিনি তাঁদের যুদ্ধের অবস্থা দেখতেছিলেন। অতঃপর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (যুদ্ধে) হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু পতাকা ধরলেন অতঃপর তিনি শাহাদাত বরন করলেন। তাই তিনি তাঁর উপর জানাযা নামায পড়লেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন, তোমরাও তাঁর জন্য মাগফিরাতের দোয়া কর। তিনি জান্নাতে প্রবেশ করেছেন আর তা খুবই দ্রুত। এরপর প্রিয় নবী বললেন- হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু পতাকা ধরলেন অতঃপর তিনিও শাহাদাত বরণ করলেন অতঃপর প্রিয় নবী তাঁর জানাযা নামায পড়লেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন এবং বললেন (সাহাবায়ে কেরাম) তোমরাও তাঁর জন্য মাগফিরাতের দোয়া কর। তিনি জান্নাতে চলে গেছেন এবং সেখানে দু'টি ডানা নিয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানে উড়ে বেড়াচ্ছেন।[২৬]

বর্ণিত হাদীসে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্য জ্ঞানের বদৌলতে মুতার যুদ্ধের ঘটনাবলী সাহাবায়ে কেরামের সামনে পেশ করেছেন এবং হযরত জায়েদ ইবনে হারেসা ও জাফর বিন আবু তালেব রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জানাযার নামাযও পড়ালেন। জানাযার পর নিজেও দোয়া করেছেন, সাহাবায়ে কেরামকেও মাগফিরাতের জন্য দোয়া করার নির্দেশ দিয়েছেন। পৃথিবীতে বসে এ দু'শহীদানের জান্নাতে যাওয়ার এবং,

---

২৬. ফতহুল কদীর, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৮১

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জান্নাতে ডানা নিয়ে উড়ে বেড়ানোর দৃশ্য পর্যন্ত বলে দিলেন। سبحان الله প্রিয় নবীর কেমন শান মোবারক।

জানাযার পর দু'আ করার ব্যাপারে এ হাদিসটিও কি যথেষ্ট নয়?

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ ﷺ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى جِنَازَةِ عُمَرَ فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ : إِنْ سَبَقْتُمُونِي بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَلَا تَسْبِقُونِي بِالدُّعَاءِ لَهُ.

হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম رضي الله عنه আমিরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رضي الله عنه-এর জানাযা পাননি, জানাযার পর সেখানে তিনি উপস্থিত হয়ে বলেন- আপনারা যদিও জানাযার নামায আমার আগে পড়ে ফেলেছেন তবে আমার পূর্বে দোয়া করবেন না অর্থাৎ আমাকে সাথে নিয়েই দোয়া করুন।[২৭]

বর্ণিত হাদীস দ্বারা জানাযা নামাযের পর সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক দোয়া-মোনাজাত করার প্রমান পাওয়া গেল। তাই বর্তমানে জানাযার পর সম্মিলিত দোয়া করা সুন্নাত। বিদয়াত বলা মারাত্মক গোমরাহী।

وَعَنِ الْمُسْتَظِلِّ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ عَلِيًّا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ بَعْدَ مَا صَلَّى عَلَيْهِ.

হযরত মুসতাজিল ইবনে হোসাইন رضي الله عنه হতে বর্ণিত, (তিনি বলেন) হযরত আলী رضي الله عنه এক ব্যক্তির জানাযা নামায আদায় করার পর তাঁর জন্য পুনরায় দোয়া করেছেন।[২৮]

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ الْهَجَرِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ اِبْنَ اَبِى اَوْفَى وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الشَّجَرَةِ مَاتَتْ اِبْنَتُهُ اِلَى اَنْ قَالَ ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا اَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ بَعْدَ ذَلِكَ قَدْرَ مَا بَيْنَ التَّكْبِيْرَتَيْنِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَصْنَعُ هَكَذَا.

হযরত ইব্রাহীম হাজারী رضي الله عنه বর্ণনা করেন, আমি ইবনে আবি আউফা رضي الله عنه-কে দেখেছি, যিনি বায়তুর রিদোয়ানে বাইয়াত গ্রহনকারীদের অন্যতম, তাঁর এক কন্যা ইন্তেকালের পর চার তাকবীরের সাথে জানাযার নামায আদায় করেন এরপর দুই তাকবীরের মধ্যবর্তী সময় পরিমাণ দাঁড়িয়ে মেয়ের জন্য দোয়া এবং

---

[২৭]. মাবসুত ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৬৭, মৃত ব্যক্তির গোসল অধ্যায়।
[২৮]. বায়হাকী শরীফ, ফতোয়ায়ে ছালাছা, পৃষ্ঠা- ২৭

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উপস্থিত সবাইকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বললেন- জানাযার নামাযের পর প্রিয় নবী ﷺ এভাবেই দোয়া করতেন।[২৯]

رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمَا فَاتَتْهُمَا الصَّلَاةُ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا حَضَرَا مَا زَادَا عَلَى الِاسْتِغْفَارِ لَهُ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তাঁদের দু'জনের একদা জানাযা নামাজ (কারণ বশত) ছুটে গেল। যখন তাঁরা (জানাযা নামাযের পর মৃত ব্যক্তির নিকট) উপস্থিত হলেন, তখন মৃত ব্যক্তির জন্য অতিরিক্ত মাগফিরাতের (দোয়া) করলেন।[৩০]

জানাযার পর প্রিয় নবী ﷺ এ দোয়াটি পড়তেন-

بعض روایتوں میں ہے کہ حضور ﷺ نے نماز جنازہ پڑھی پھر یہ دعاء پڑھی۔ اَللّٰهُمَّ اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ دَخَلَ فِي جَوَارِكَ فَقِهْ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ اَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ.

কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, হুযুরে আকরাম নূরে মুজাস্‌সম ﷺ জানাযা নামাযের পর এ দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ্ অমুকের পুত্র অমুক (এখানে মৃত ব্যক্তির নাম বলবে) আপনার আশ্রয় ও হেফাযতে রয়েছে, আপনি তাকে কবরের পরীক্ষা ও জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করুন। আপনি অঙ্গিকার ও হক পূর্ণকারী, সুতরাং তাকে ক্ষমা করে দিন এবং তাকে দয়া করুন। নিশ্চয় আপনি মহা ক্ষমাশীল ও দয়াবান।[৩১]

اِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

-প্রিয় নবী ﷺ জানাযা নামাজের পরে সূরা ফাতেহা পড়েছেন।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় শেখ মুহাক্কিক রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

واحتمال دارد کہ بر جنازہ بعد از نماز یا پیش ازاں بقصد تبرک خواندہ باشد چنانکہ الان متعارف است۔

---

২৯. কানযুল উম্মাল, ফতোয়ায়ে ছালাছা, পৃষ্ঠা-২৯

৩০. আল মাবসুত, আল্লামা সারাখসী (রহঃ), ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ৬৭

৩১. হাদিয়্যাতল মুসল্লীন, মূফতী আমিমুল এহসান মুজাদ্দেদী (রহঃ), পৃষ্ঠা- ১১৩, যাদুল আখিরাত, পৃষ্ঠা- ১১২

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

-সম্ভবত প্রিয় নবী ﷺ জানাযা নামাযের পরে বা পূর্বে বরকতের জন্য সূরা ফাতেহা পাঠ করেছেন। যেমন বর্তমানে এর প্রচলন দৃষ্টি গোচর হয়।[৩২]

নামাযের পর দোয়া-মোনাজাত করার প্রমান

فاتحہ و دعا برائے میت پیش از دفن درست است و ہمیں است روایت معمول کذا فی خلاصۃ الفتح۔

-মাইয়্যাতের জন্য দাফন করার পূর্বে (জানাযার পরে) ফাতেহা ও দোয়া করা জায়েয আছে এবং এ বর্ণনার উপরই আমল করতে হবে।[৩৩]

چوں از نماز فارغ شوند مستحب است کہ امام یا صالح دیگر فاتحہ و بقر تا مفلحون طرف سر جنازہ و فاتحہ سورہ بقر امن الرسول طرف پائیں بخواند کہ در حدیث بود از دفن واقعہ شدہ ہر دو وقت کہ میسر شود مجوز است۔

অর্থাৎ- যখন জানাযা নামায সমাপ্ত হবে তখন মুস্তাহাব হলো- ইমাম অথবা কোন বুযুর্গ ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতেহা, সূরা বাকারার 'মুফলিহুন' পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার শেষ তিন আয়াত 'আমানার রাসূলু' শেষ পর্যন্ত পাঠ করবেন। হাদীসে পাকে এভাবেই এসেছে। অন্য হাদীসে দাফনের পর এরূপ দোয়া পাঠ করার উল্লেখ রয়েছে। সম্ভব হলে উভয়াবস্থায় পাঠ করবে। কেননা উভয়ভাবে জায়েয।[৩৪]

قَالَ اَبُو حَنِيْفَةَ الثَّوْرِىُّ اَنَّ التَّعْزِيَةَ سُنَّةٌ قَبْلَ الدَّفْنِ لاَ بَعْدَهُ لاَنَّ شِدَّةَ الْحُزْنِ تَكُوْنُ قَبْلَ الدَّفْنِ فَيُعَزِّى وَيَدْعُو لَهُ.

হযরত ইমাম আবু হানিফা ছাওরী رحمۃ اللہ علیہ বলেন যে, দাফনের পূর্বে নয় বরং দাফনের পরে শোক পালন করা সুন্নাত। কেননা দাফনের পূর্বে বিরহ-বেদনা অনেক বেশী থাকে। তাই (দাফনের পূর্বে) জানাযার পরে শোক প্রকাশ করবে এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করবে।[৩৫]

وَاَنَّ اَبَا حَنِيْفَةَ لَمَّا مَاتَ فَخُتِمَ عَلَيْهِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا قَبْلَ الدَّفِّ.

---

৩১. আশয়াতুল লুময়াত, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ৬৮৬
৩২. খোলাসাতুল ফাতহ, ফতোয়ায়ে ছালাছা, পৃষ্ঠা- ৩৩
৩৩. মিফতাহুস সালাত, পৃষ্ঠা- ১১২, ফতোয়ায়ে ছালাছা, পৃষ্ঠা- ৩৩
৩৪. মিজানুল কোবরা, জা'আল হক, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৬৪

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ- যখন ইমাম আজম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলায়হি ইন্তেকাল করেন, তখন দাফনের পূর্বে তাঁর জন্য সত্তর হাজার বার পবিত্র কুরআন খতম করা হয়।[৩৬]

لاَ يَدْعُو بَعْدَ التَّسْلِيْمِ كَمَا فِي الْخُلاَصَةِ، وَعَنِ الْفَضْلِيِّ لاَ بَأْسَ بِهِ.

-সালামের পর দোয়া করবে না যেমনটি খোলাসায় রয়েছে। ফজলী থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, জানাযা নামাযের সালামের পর দোয়া করতে কোন সমস্যা নেই।[৩৭]

وَفِي نَافِعِ الْمُسْلِمِيْنَ رَجُلٌ رَفَعَ يَدَيْهِ بِدُعَاءِ الْفَاتِحَةِ لِلْمَيِّتِ قَبْلَ الدَّفْنِ جَازَ.

-'নাফিউল মুসলেমিন' নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, মৃত ব্যক্তির জন্য দাফনের পূর্বে অর্থাৎ (জানাযার পর) ফাতেহা দ্বারা দোয়া করা জায়িয।[৩৮]

ختم، فاتحہ، دعا بعد نماز جنازہ وغیرہ کار خیر ہیں۔ انکے کرنے والا مستحق ثواب ہے۔

-জানাযার নামাযের পর খতম, ফাতিহা ও দোয়া করা ইত্যাদি উত্তম কাজ। এরূপ আমলকারী ছাওয়াবের উপযুক্ত।[৩৯]

نماز جنازہ کے بعد صفیں ٹوڑ کر دعا مانگنا جائز ہے۔

-জানাযা নামাযের কাতার ভঙ্গ করে দোয়া করা জায়েয আছে।[৪০]

محمد بن الفضل نے یہ کہا ہے کہ اگر جنازہ کی نماز کے بعد دعا کرلی جائے تو مضائقہ نہیں۔

-হযরত মুহাম্মদ ইবনে ফযল (রহঃ) বলেন, যদি জানাযা নামাযের পর দোয়া করা হয় তাতে কোন অসুবিধা নেই।[৪১]

جنازہ کے بعد دعا کرنے ہو تو صفوں کے ترتیب کو توڑ دیا جائے۔

-জানাযা নামাযের পর দোয়া করতে হলে লাইন বা কাতার ভেঙ্গে দেবে।[৪২]

اچھا طریقہ ثواب رسانی کا مردہ کے حق میں یہ ہیں کہ قبل دفن جس قدر ہوسکے کلمہ یا قرآن شریف یا درود یا کوئی سورہ پڑھکر ثواب بخشے۔

---

৩৬. তাহতাভী, জা'আল হক, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৬৪
৩৭. বাহরুর রায়েক, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৮৩
৩৮. জাওয়াহিরুন নাফীস শরহে দুররুল কায়েস, পৃষ্ঠা- ১৩২
৩৯. ফাতাওয়ায়ে নঈমীয়া, পৃষ্ঠা- ১২৬
৪০. খায়রুল ফতওয়া, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৭০
৪১. নাফউল মূফতী, পৃষ্ঠা- ৪১০
৪২. ইখতেলাফে উম্মত আওর সিরাতে মুস্তাকীম, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১২২

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

-মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া করার উত্তম পদ্ধতি হলো দাফনের পূর্বে যতটুকু সম্ভব দোয়া, দরুদ শরীফ, তাসবীহ, সূরা-কেরআত পাঠ করে বখশিয়ে দেয়া ।[৪৩]

জানাযার পর সম্মিলিত হাত তুলে মোনাজাত-দোয়া করা বিদয়াত ফতোয়া দাতাদের মূল দূর্গ দারুল উলুম দেওবন্দের ফতোয়া-

بعد نماز جنازہ ایصال : سوال ۳۱۳۴

بعد نماز جنازہ قبل دفن چند مصلیوں کا ایصال ثواب کیلئے سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص تین بار آہستہ آواز سے پڑھنا اور امام جنازہ یا کسی نیک آدمی کا دونوں ہاتھ اٹھاکر مختصر دعا کرنا شرعا درست ہے یا نہیں؟

الجواب : اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔

অর্থাৎ- জানাযা নামাযের পর ইছালে ছাওয়াব প্রসঙ্গে প্রশ্ন- ৩১৩৪

জানাযা নামাযের পর দাফনের পূর্বে কিছু মুসল্লী (মৃত ব্যক্তির জন্য) ছাওয়াব পৌঁছানের জন্য অল্প আওয়াজে একবার সূরা ফাতেহা, তিনবার সূরা ইখলাস (কুল হু আল্লাহু আহাদু) পাঠ করা এবং জানাযা নামাযের ইমাম অথবা কোন নেক লোকের জন্য (জানাযা নামাযের পরে) উভয় হাত উত্তোলন করে সংক্ষিপ্ত মোনাজাত বা দোয়া করা শরীয়তে বৈধ কিনা?

উত্তর : এরূপ নিয়মে দোয়া-মোনাজাত করাতে কোন ক্ষতি নেই । অর্থাৎ জায়েয আছে ।[৪৪]

জানাযার পর দোয়া করা নিয়ে সৃষ্ট বিভ্রান্তির অবসান ঃ

এক নং আপত্তি ও জবাব ঃ

বাহরুক রায়েক, জামেউর রুমুজ, কিনইয়াহ, মিরকাত সহ কয়েকটি ফিকাহ্ গ্রন্থে রয়েছে-

لاَ يَقُومُ بِالدُّعَاءِ بَعْدَ صَلَوةِ الجَنَازَةِ.

জানাযার পর দোয়ার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে না ।

لاَ يَدْعُوا لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلَوةِ الجَنَازَةِ لاَنَّهُ يُشْبِهُ الزِّيَادَةَ فِي صَلَوةِ الجَنَازَةِ.

-জানাযা নামাযের পর মইয়্যতের জন্য দোয়া করবে না । কেননা এরূপ করা নামাযে অতিরিক্ত বৃদ্ধি করার মত দেখায় ।

---

[৪৩]. তোহফাতুল গাফেলীন, পৃষ্ঠা- ৩

[৪৪]. ফতোয়ায়ে দারুল উলুম দেওবন্দ, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৪৩৪, ৪৩৫

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এ ধরনের আরো কিছু ফিকহ্ গ্রন্থের অভিমত দেখে কিছু লোক জানাযা নামাযের পর মোনাজাত করার প্রকাশ্য বিরুধীতা করে ফিৎনা সৃষ্টির পায়তারা চালায়, যা মোটেই গ্রহনযোগ্য নহে। কারণ ফকীহ্গণের কৃত অভিমতকে সঠিকভাবে না বুঝার কারণেই হয়ত এ ধরনের ভূল বুঝা বুঝির সৃষ্টি হচ্ছে। প্রকৃত অর্থে ফকীহ্গণের অভিমত পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ বিরুধী নয়। তাঁরা জানাযার পর যে মোনাজাতকে মাকরুহ বলেছেন, তা হচ্ছে কাতার ভঙ্গ না করে যে দোয়া করা হয়। অর্থাৎ সালামের পর পর কাতারে থেকেই যদি দোয়া-মোনাজাত করা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ তাকে অতিরিক্ত একটি অংশ মনে করতে পারে বিধায় সম্মানিত ফকীহগন এটাকে মাকরুহ বলেছেন। অন্যথায় সালামের পর পর যদি কাতার ভেঙ্গে গোল হয়ে সংক্ষিপ্ত দোয়া মোনাজাত করা হয় ফকীহগনের দৃষ্টিতেও মাকরুহ হবে না, যেহেতু এ ধরনের আমল কুরআন-সুন্নাহর আলোকে প্রমানিত।

যেমন ফিকহ'র বিভিন্ন কিতাবে অন্যান্য মাসয়ালার সাথে এ মাসয়লাটিও রয়েছে যে, জামাতে নামায আদায় করার পর যে স্থানে দাঁড়িয়ে ফরয নামায আদায় করেছে, সে স্থানে দাঁড়িয়ে সুন্নাত পড়া মাকরুহ। কারণ এতে সাধারণ অন্যান্য মুসল্লী মনে করতে পারে জামাত তখন ও চলছে বা শেষ হয়নি। তাই কাতার ভঙ্গ করে একটু ডানে-বামে বা উপরে-নীচে সরে গিয়ে সুন্নাত আদায় করবে। তবে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তিতে পড়ার আর কোন অবকাশ থাকবে না।

হযরত ফোকাহায়ে কেরাম এ ধরনের মাসয়ালার উপর কিয়াস করে জানাযার কাতার ভঙ্গ না করে মোনাজাত করাকে মাকরুহ বলেছেন। জানাযার পর দোয়া করার বিধান যেহেতু কুরআন-সুন্নাহর আলোকেই স্বীকৃত বিষয়, তাই এটাকে মাকরুহ বলা ফকীহগনের উদ্দেশ্য নয়। পূর্বে বর্ণিত জানাযার দোয়া করার পক্ষে ফকীহগণের অভিমতই তা প্রমান করে। সুতরাং ফোকাহায়ে কেরামের দৃষ্ঠিতেও জানাযার পর হাত তুলে মোনাজাত করা জায়েজ।

দ্বিতীয় আপত্তি ও জবাব ঃ

কেহ বলেন, জানাযার নামায যেহেতু দোয়া বিশেষ তাই, নামাযের পর পুনরায় দোয়া করার কোন গুরুত্ব নেই। তাদের এ কথাটি এক ধরনের ধোকামাত্র। কেননা জানাযার মধ্যে দোয়া থাকলেও এটি একটি ফরয নামায। যদিও তা কেফায়া। পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের মধ্যেও তো দোয়ায়ে মাছুরা রয়েছে। তাই বলে কি এটাকেও শুধু দোয়া বলা যাবে? কখন ও না। সুতরাং জানাযা শুধু দোয়া নয় নামাযও বটে। তাই ফরয নামাযের পর পৃথক দোয়া যেভাবে সুন্নাত।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জানাযার পরও দোয়া করা হাদীস শরীফ দ্বারা সুন্নাত, জায়েয, মৃত ব্যক্তির জন্য বড় উপকারী।

তৃতীয় আপত্তি ও জবাব ঃ

জানাযার পর যদি দোয়া হয়, তাহলে দাফন করতে বিলম্ব হবে। আর দাফনে বিলম্ব করা তো জায়েয নেই, তাই জানাযার পর মোনাজাত করা বৈধ হবে না। তাদের এ যুক্তিটিও ভিত্তিহীন। ইচ্ছাকৃত দাফন কার্যে বিলম্ব করতে হাদীসে পাকে নিষেধ করা হয়েছে। কারণবশতঃ বিলম্বের জন্য নিষেধ করা হয়নি। যেমন- জানাযা শেষ হয়েছে কিন্তু এখনও কবর খনন শেষ হয়নি, অথবা এক দেশে ইন্তেকাল করেছে জানাযার পর নিজ দেশ ফিরে আনবে বা এক জেলায় ইন্তেকাল হয়েছে কিন্তু জানাযার পর অন্য জেলায় মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে নিয়ে যেতে হচ্ছে, তাহলে কি এ দীর্ঘক্ষন পর্যন্ত দোয়া করা যাবে না? লাশটি ফেলে রাখবে? কখনও নয়। কারণ দোয়া করা যেহেতু অযথা কাজ নয়, তাই দাফনের পূর্বেও জানাযার পর দোয়া করা যাবে। তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এছাড়াও মোনাজাত বিরুধীদের আরো কত খোড়া যুক্তি রয়েছে তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

তবে সরল প্রাণ মুসলিম মিল্লাতের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট পবিত্র কুরআন-হাদীস, ইজমা ও কিয়াসের আলোকে ফরয নামায ও জানাযা নামাযের সম্মিলিত মোনাজাত হাত তুলে করা শরীয়ত সম্মত একটি আমল। এটাকে বিদয়াত, না জায়েয ইত্যাদি ফতোয়া দিয়ে মুসলিম সমাজে ফিৎনা সৃষ্টি করা কোন সত্যিকার ঈমানদারের কাজ হতে পারে না। মহান আল্লাহ পাক সবাইকে বুঝার তাওফীক দান করুন, আমীন।

জানাযার পর "লোকটি কেমন ছিলেন" বলার বিধান

আমাদের দেশে সাধরণত একজন মুসলিম নর-নারী ইন্তেকাল করলে জানাযা নামাযের পরে যে কেউ বলে উঠেন 'লোকটি' কেমন ছিলেন? সকলে সমবেত কণ্ঠে বলেন- লোকটি ভাল ছিলেন। এভাবে মৃত্যুর পর লোকটি ভাল ছিলেন বলাটা ইসলামী শরীয়তের আলোকে কতুটুকু মইয়্যেতের জন্য লাভজনক তা অনেকের জানা নেই। আবার কেউ কেউ অজ্ঞতাবশত এটাকে নাজায়েয ফতোয়া দিয়ে বিভ্রান্তি ও সমাজে ফিৎনা ফ্যাসাদ সৃষ্টির মাধ্যমে মইয়্যাতের একটি লাভজনক আমল থেকে মুসলিম মিল্লাতকে বিরত রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত। তাই মৃত্যুবরণকারীর কল্যাণে এ কথাটি যে শরীয়ত সমর্থিত, তা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে এখানে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হল। আল-কুরআনের মহা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বাণী كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ এর আলোকে প্রত্যেক প্রাণীই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করবে। এ মৃত্যু মুমিন বান্দাহর জন্য তোহফা স্বরূপ। একজন মু'মিন বান্দা তার জীবনে অনেক নেক আমল ও করেছেন, পাশাপাশি গুনাহ ও করেছে কম-বেশি। এখন মৃত্যুর পর তার কোনটা আলোচনা করা যায়? ভাল দিকটা, না মন্দটা? প্রিয় নবী ﷺ এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে মৃত ব্যক্তির কল্যাণে সুন্দর নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : اُذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ.

অর্থাৎ- হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- আল্লাহর রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন- তোমরা মৃত ব্যক্তির ভাল কাজের আলোচনা কর এবং মন্দ বিষয়াদি আলোচনা করা থেকে এড়িয়ে চলো।[৪৫]

বর্ণিত হাদীসে ঈমানদার মুসলমান ইন্তেকাল করলে তার ভাল কাজের আলোচনা করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে মন্দ কাজের আলোচনা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ হাদীসের আলোকে আমাদের দেশে জানাযা নামাযের পর একজন লোক দাঁড়িয়ে বলে থাকেন (মৃত) লোকটি কেমন ছিলেন? সকলে সমবেত কণ্ঠে বলে থাকেন- লোকটি ভাল ছিলেন। এ কথাটি বলার কারণে মহান আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে লোকটি গুনাহগার হলেও তাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। যেহেতু ঈমানদার বান্দাগন হচ্ছে জমিনে আল্লাহর স্বাক্ষী স্বরূপ। মুমিন বান্দাগন যখন একজন মৃত ব্যক্তিকে ভাল বলে স্বাক্ষী দেবেন, আল্লাহ পাকও তাকে গুনাহ ক্ষমা করে নেককারদের অন্তর্ভূক্ত করে নেবেন। যেমন- আরেকটি হাদীসে পাকে তা আরো সুন্দরভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «وَجَبَتْ» ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا. فَقَالَ: «وَجَبَتْ» فَقَالَ عُمَرُ: مَا وَجَبَتْ؟ فَقَالَ: «هَذَا

---

[৪৫]. আবু দাউদ, তিরমিযী, আনোয়ারুল হাদীস, পৃষ্ঠা- ২৩৪

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ أَنْتُم شُهَدَاء اللهِ فِي الأَرْض».

অর্থাৎ- হযরত আনাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু সাহাবায়ে কেরাম একটি জানাযার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং মৃতকারী ব্যক্তির ভাল গুণাবলী আলোচনা করছিলেন, তখন প্রিয় নবী ﷺ বললেন, (তোমাদের ভাল প্রশংসা দ্বারা) তার পক্ষে চুড়ান্ত হয়ে গেল। দ্বিতীয় আরেকটি জানাযার পাশ দিয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে সাহাবায়ে কেরাম মৃত ব্যক্তির মন্দ বিষয়াদির আলোচনা করছিলেন। তখন প্রিয় নবী ﷺ বলেন, (তোমাদের মন্দ আলোচনা দ্বারা) তার পক্ষে চুড়ান্ত বা ওয়াজিব হয়ে গেল। হযরত উমর বিন খাত্তাব رضي الله عنه বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! কি চুড়ান্ত বা ওয়াজিব হয়ে গেল? প্রিয় নবী এরশাদ করলেন- যে মৃত ব্যক্তিটির তোমরা ভাল গুণাবলী আলোচনা করেছ তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেল। আর যে মৃত ব্যক্তির মন্দ আলোচনা করেছ তার জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেল। কেননা তোমরা জমিনে আল্লাহর স্বাক্ষী স্বরূপ।[৪৬] উল্লেখিত হাদীসে কত সুন্দর দৃষ্ঠান্ত স্থাপন হয়েছে। মৃত ব্যক্তির ভাল আলোচনা করার কারণে তাকে আল্লাহ্ জান্নাতী বানিয়ে দিলেন। আর মন্দ আলোচনার প্রভাব ও মন্দ। তবে আল্লামা শাহ্ আবদুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী رحمة الله عليه উল্লেখিত হাদীসের ব্যাপারে "আশিয়াতুল লুময়াতে" বলেছেন, কোন ফাসিক জান্নাতী নেককার মইয়্যেতের মন্দ আলোচনা করলেও ঐ মইয়্যাতের জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হবে না। তাই প্রকাশ্য ফাসিক, কুখ্যাত সন্ত্রাস, নাফরমান ব্যতীত সকল সাধারণ মুসলমানের ইন্তেকালে জানাযার পর লোকটি ভাল ছিলেন বলাটা ঐ মইয়্যাতের জন্য বড় উপকারী বিষয়। মৃত লোকটির ক্ষমা প্রাপ্তির অন্যতম একটি অসীলাও বটে। অতএব, আমাদের দেশে জানাযার পরে লোকটি কেমন ছিলেন- উত্তরে ভাল ছিলেন বলে মুসলমানদের এ স্বাক্ষী মৃত ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত মঙ্গলজনক। এভাবে বলাটা প্রিয় নবীর হাদীস শরীফ হতে প্রমাণিত। এটাকে নাজায়েয বলা, মুসল্লীদেরকে এটা থেকে বারণ করা মৃত ব্যক্তির সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা পোষণ করার নামান্তর। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দান করুন। আমীন, বেহুরমতে ছায়্যিদিল মুরছালিন।

---

[৪৬]. বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ, আনোয়ারুল হাদীস, পৃষ্ঠা- ২৩৩

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিঃ দ্রঃ আমার এ লেখাটি মাসিক তরজুমান সেপ্টেম্বর ২০১০, 'মদিনার পথে' ২০১৩ সংখ্যায় লণ্ডনে প্রকাশিত একটি জার্নাল হতে পুনঃ মুদ্রিত হয়েছে। পাঠকদের বিশেষ অনুরোধে জানাযা নামাযের পর সম্মিলিত মোনাজাত পর্বে পুনরায় লেখাটি সংযোজন করা হলো।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইকামতের সময় মুসল্লীগন কখন দাঁড়াবেন!

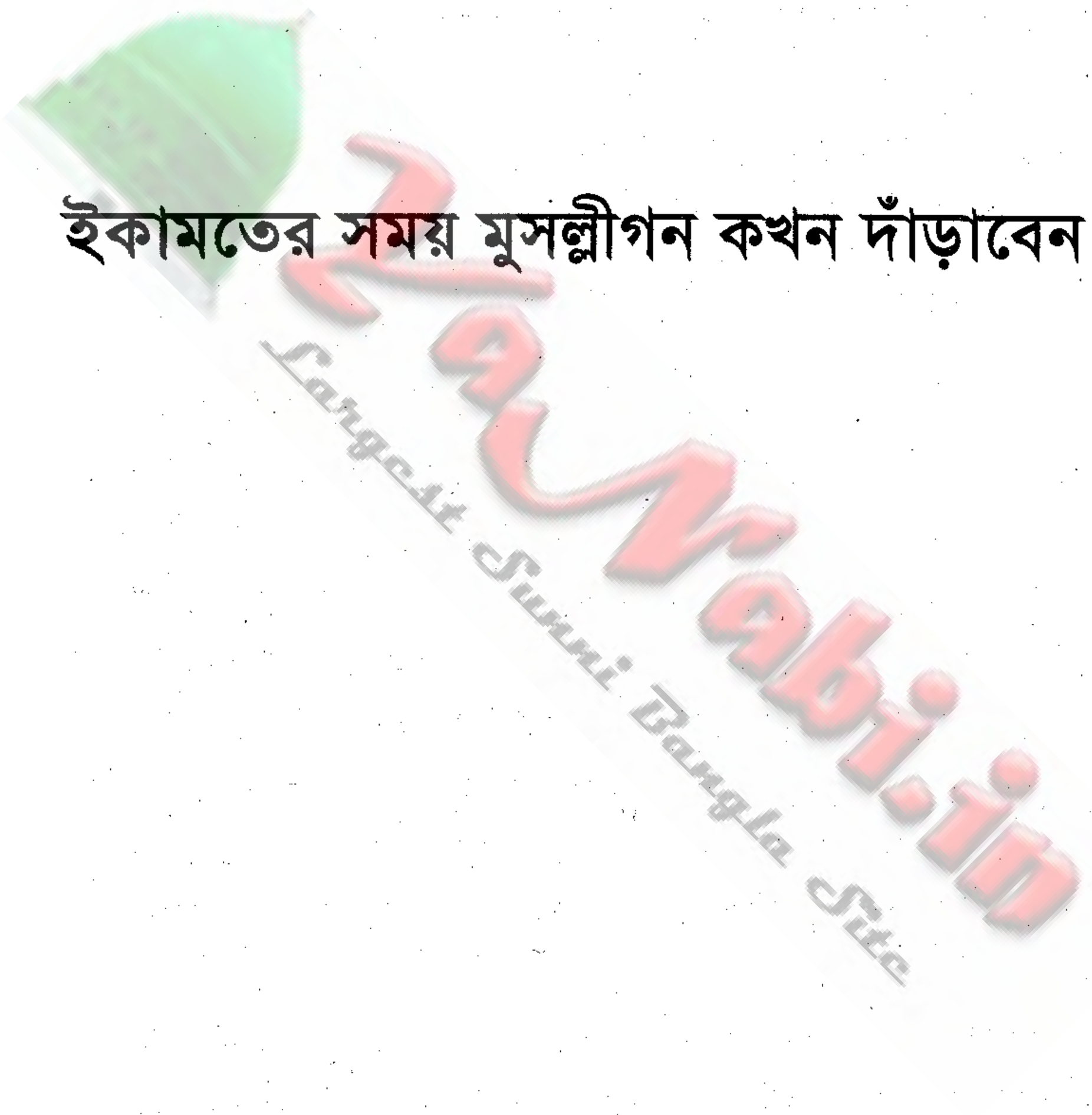

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইকামতের সময় মুসল্লীগন কখন দাঁড়াবেন!

ইকামতের সময় মুসল্লীগন কখন দাঁড়াবেন তার শরয়ী বিধান সুস্পষ্ট। বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে আমি নিজে লক্ষ্য করেছি যে, ইকামতের সময় মুসল্লীগন সুন্নাত পদ্ধতী অবলম্বন না করে স্বীয় ইচ্ছায় ইকামতের পূর্বে দাঁড়িয়ে যান। খতীব/ইমামগন সঠিকভাবে মাসয়ালাটি বর্ণনা না করার ফলে হয়তঃ এ ধরনের প্রথা পৃথিবী ব্যাপী শুরু হয়েছে। তাই ইসলামী শরীয়তের আলোকে হানাফী মাজহাবের নির্ভরযোগ্য ফিকাহ্ গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতিসহ নিম্নে বিষয়টি আলোচনা করা হলো, যাতে মুসল্লীগন ইকামতের সময় প্রিয় নবীর সুন্নাত তরীকানুযায়ী দাঁড়াতে পারেন।

পবিত্র হাদীসের আলোকে ইকামতে কখন দাঁড়াতে হবে-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ : أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي».

অর্থাৎ- খাদেমে রাসূল হযরত আনাছ বিন মালিক ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নামাযের ইকামত হয়ে গেছে অতঃপর প্রিয় রাসূল ﷺ আমাদের দিকে সামনা-সামনি হয়ে ফিরে গেলেন এবং বললেন, তোমাদের কাতার বা লাইন সমূহ সোজা কর ও একে অন্যের সাথে লাগিয়ে মিলিয়ে দাঁড়াও কেননা নিশ্চয় আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদেরকে দেখতে পাই।[৪৭]

বর্ণিত হাদীস থেকে বুঝা গেল, ইকামত বলার পর দাঁড়ানো, তকবীরে তাহরীমার পূর্বে কাতার সোজা করা এবং পিছনের দিক থেকেও অদৃশ্য জ্ঞানের বদৌলতে মুসল্লীদের রুকু-সিজদা এমনকি অন্তরের অবস্থা পর্যন্ত প্রিয় নবী কর্তৃক দেখা।

সুতরাং প্রমাণিত হয়ে গেল, ইকামত শুরু করার পূর্বে কাতার সোজা করার উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে যাওয়া খেলাফে সুন্নাত। বরং ইকামত দেওয়ার পর কাতার সোজা করার কথা বলা হয়েছে। অন্য একটি হাদীসে পাকে এসেছে-

عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ ﷺ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ.

---

৪৭. বোখারী শরীফ, ১ম খন্ড

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হযরত নু'মান বিন বশীর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যেতাম তখন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের (নামাযের) কাতার সোজা করতেন। কাতার যখন সম্পূর্ণ সোজা হয়ে যেত তখন তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন।[৪৮]

বর্ণিত হাদীসেও প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতার সোজা করতেন ইকামতের পরে। কাতার সোজা হলেই তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলে নিয়ত করতেন।

আরো অসংখ্য হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে ইকামতের সময় কখন দাঁড়াতে হবে, তা এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

ফিকহ্'র আলোকে ইকামতের সময় দাঁড়ানোর পদ্ধতি

قَالَ اَبُو حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ يَقُومُونَ فِي الصَّفِّ اِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَوةِ.

অর্থাৎ- ইমাম আযম আবু হানিফা ও ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, মুয়াজ্জিন যখন "হাইয়া আলাছ ছালাহ" বলবে তখন মুসল্লীগন দাঁড়াবেন।[৪৯]

অন্য বর্ণনায় এসেছে- ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর মতে "হাইয়া আলাল ফালাহ্" বলার সময় দাঁড়াবে।

وَيَقُومُ الِامَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَوةِ.

অর্থাৎ- মুয়াজ্জিন ইকামত বলার সময় হাইয়া আলাছ ছালাত বললে ইমাম ও মুসল্লীগন দাঁড়াবে।[৫০]

اِذَا اَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الِاقَامَةِ وَدَخَلَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ فَاِنَّهُ يَقْعُدُ وَلاَ يَنْظُرُ قَائِمًا فَاِنَّهُ مَكْرُوهٌ كَمَا فِي الْمُضْمَرَاتِ قَهَسْتَانِى وَيَفْهَمُ مِنْهُ كَرَاهَةُ اِبْتِدَاءُ الِاقَامَةِ وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُونَ.

অর্থাৎ- যখন মুয়াজ্জিন ইকামত আরম্ভ করবে, এমন সময় যদি কোন মুসল্লী মসজিদে প্রবেশ করে তাহলে তাকে বসে যেতে হবে। "হাইয়া আলাছ ছালাত বা ফালাহ্" পর্যন্ত দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে পারবে না। কেননা ইহা মাকরুহ। আল্লামা কাহাস্তানীর মুদমিরাত গ্রন্থে এরূপই বর্ণিত রয়েছে। তাহতাভী প্রণেতা

---

[৪৮] মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৯৮

[৪৯] আইনী শরহে বোখারী, ফতোয়ায়ে ছালাছা, পৃষ্ঠা- ২০

[৫০] শরহে বেকায়া, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ১৫৮

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বলেন- কাহাস্তানীর কথা দ্বারা বুঝা গেল, ইকামতের প্রারম্ভে দাঁড়িয়ে যাওয়া মাকরুহ কিন্তু লোকেরা এ ব্যাপারে খুবই অমনোযোগী ।[৫১]

اِذَا دَخَلَ رَجُلٌ عِنْدَ الاِقَامَةِ يُكْرَهُ لَهُ الاِنْتِظَارُ قَائِمًا وَلَكِنْ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ اِذَا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ قَوْلُهُ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ.

অর্থাৎ- ইকামতের সময় যদি কোন মুসল্লি মসজিদে প্রবেশ করে তাহলে তার জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা মাকরুহ বরং সে (কাতারে) বসে যাবে । মুয়াজ্জিন যখন "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলবেন তখনই সে দাঁড়িয়ে যাবেন ।[৫২]

এভাবে আরো অসংখ্য কিতাবে ইকামতের সময় "হাইয়া আলাছ ছালাত" অথবা "হাইয়া আলাল ফালাহ" বলার সময় দাঁড়ানোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে ।

অতএব, পবিত্র হাদীস ও ফকীহগনের অভিমত থেকে এটাই প্রমানিত হলো ইকামত বলার পূর্বে দাঁড়ানো মাকরুহ বরং ইকামত আরম্ভ করার পর "হাইয়া আলাছ ছালাত" বলার সময় মুসল্লীগন দাঁড়াবেন আর এরপর কাতার সোজা করবেন । কাতার সোজা করতে যতটুকু বিলম্ব হয়, তাতে কোন অসুবিধা নেই পবিত্র হাদীস মতে ।

আর বর্তমানে কোথাও কাতার সোজা করতে হয় না বরং প্রতিটি মসজিদে কাতার করাই আছে । তাই কাতার সোজা করার অজুহাতে ইকামতের পূর্বে দাঁড়িয়ে না থেকে বরং মুসল্লীগন বসে থাকবেন এবং "হাইয়া আলাছ ছালাত" বললে দাঁড়িয়ে যাবেন এটাই সঠিক সুন্নাত পদ্ধতী । আল্লাহ পাক সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন । আমীন

বিঃ দ্রঃ এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে সোবহানিয়া আলীয়া মাদ্রাসার সম্মানিত মুহাদ্দিছ আল্লামা মূফতী আবুল হুফফাজ মুহাম্মদ ফুরকান চৌধুরী (ম.জি.আ.) লিখিত "ইকামতের পূর্বে দাঁড়ানো মাকরুহ" নামক অত্যন্ত প্রমান্য গ্রন্থটি পাঠ করতে পারেন ।

---

[৫১]. তাহতাভী আলা মারাকিউল ফালাহ, পৃষ্ঠা- ১৮৫

[৫২]. ফতোয়ায়ে আলমগীরি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আযানের পূর্বে ও পরে সালাত-সালাম পাঠের বৈধতা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আযানের পূর্বে ও পরে সালাত ও সালাম পাঠের বৈধতা

আযানের পূর্বে-পরে সালাত-সালাম পাঠ করা ইসলামী শরীয়তের আলোকে সম্পূর্ণরূপে জায়েয।

পবিত্র কুরাআনের আলোকে-

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

অর্থাৎ- নিশ্চয় মহান আল্লাহ পাক এবং তাঁর ফেরেস্তাগণ প্রিয় নবী ﷺ প্রতি (সদা সর্বদা) দরুদ প্রেরণ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও সেই নবীর প্রতি দরুদ সালাম পাঠ কর এবং যথাযথভাবে সালাম প্রেরণ কর।[৫৩]

অত্র আয়াতে মহান আল্লাহ পাক এবং ফেরেস্তাকুল প্রিয় নবীর প্রতি দরুদ সালাম সদা-সর্বদা পাঠ করছেন এবং মু'মিনগণকেও যথাযথভাবে সালাত-সালাম পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন। এখানে সালাত-সালাম পাঠ করার ক্ষেত্রে কোন সময়কে যেহেতু নির্দিষ্ট করা হয়নি, তাই সর্বদা-সর্বক্ষন যে কোন সময় দরুদ-সালাম পাঠ করা উত্তম, ও জায়েয। আদবের কারণে যদিও ফকীহগন সাত স্থানে দরুদ-সালাম পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। সাত স্থানের বর্ণনা পরে আসবে। সুতরাং নিষিদ্ধ সময় ব্যতীত যে কোন মূহুর্তে দরুদ-সালাম পাঠ করা কর্তব্য ও বৈধ। আযানের সময়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধায় আযানের পূর্বে ও পরেও দরুদ-সালাম পাঠ করা জায়েয প্রমানিত হলো।

فَسَلَٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ ﴿٩١﴾

-তবে হে মাহবুব! আপনার উপর 'সালাম' হোক, ডান পার্শ্বস্থদের নিকট থেকে।[৫৪]

অত্র আয়াতে ডানপন্থি বা জান্নাতীদের পক্ষ থেকে প্রিয় নবীর প্রতি সালাম প্রেরনের কথা বলা হয়েছে। যারা বর্তমানে সর্বদা বিশেষ করে আযানের পূর্বে ও পরে সালাত-সালাম পাঠ করেন, তাঁরা সবাই ডানপন্থির অন্তর্ভূক্ত।

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ﴿٢﴾

---

৫৩. সূরা আহযাব, পারা- ২২, আয়াত- ৫৬

৫৪. সূরা ওয়াকিয়া, পারা- ২৭, আয়াত- ৯১

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

-আর তোমরা পূণ্যময় ও তাকওয়া ভিত্তিক কাজে একে অপরকে সাহায্য কর।[৫৫]

দরুদ-সালামের চাইতে পূণ্যময় কাজ আর কি হতে পরে। তাই সর্বক্ষন বিশেষ করে আযানের পূর্বে-পরেও দরুদ-সালাম পাঠ করা ও অন্যদের এ কাজে উৎসাহিত করা কতই কল্যাণকর।

فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَٰتِ ﴿١٤٨﴾

-অতঃপর তোমরা নেক কাজে প্রতিযোগিতা কর।[৫৬]

সালাত-সালাম অতি ভাল কাজ। তাই এতে আমরা প্রতিযোগিতা করে থাকি।

পবিত্র হাদীসের আলোকে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ.

অর্থাৎ- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আস রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, প্রিয় রাসূল ﷺ বলেন, (হে ঈমানদারগণ!) তোমরা যখন আযান শুনতে পাবে তখন তার অনুরূপ শব্দ তোমরা বলবে অতঃপর আযান শেষে আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করবে।[৫৭]

বর্ণিত হাদীসে পাকে আযানের পরে দরুদ শরীফ পাঠ করার জন্য স্বয়ং প্রিয় রাসূল ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। আযানের পূর্বে দরুদ-সালাম পাঠ করতে যারা নিষেধ করেন, তারা তো কখনও আযানের পরেও দরুদ-সালাম পাঠ করতে দেখা যায়নি। এতে বুঝা যায়, আযানের পূর্বে দরুদ সালাম পাঠের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা নবী বিদ্বেষী মনোভাবের পরিচায়ক। বর্ণিত হাদীস মতে আযানের পরে সালাত-সালাম পাঠ করা প্রিয় নবীর নির্দেশ ও সুন্নাত আর পূর্বে পাঠ করা মুস্তাহাব প্রমাণিত হলো।

عَنْ أُبَيِّ ابْنِ كَعَبْ رضي الله عنه أَجْعَلُ لَكَ صَلَاتِي كُلَّهَا قَالَ إِذًا تُكْفَى هَمَّكَ وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ.

অর্থাৎ- হযরত উবাই বিন কা'ব রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার দিন-রাতের পুরো সময় অর্থাৎ চব্বিশ ঘন্টা আপনার প্রতি দরুদ পাঠের জন্য

---

[৫৫]. সূরা আল-মাঈদা, পারা- ৬, আয়াত- ২

[৫৬]. সূরা বাকারা, পারা-২, আয়াত- ১৪৮

[৫৭]. মুসলিম শরীফ, কিতাবুস সালাত, পৃষ্ঠা- ১৬৬

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অপরিহার্য করে নিলাম। তখন প্রিয় নবী বললেন, তাহলে তো তোমার চিন্তামুক্ত হওয়ার এবং গুনাহ মাপের জন্য দরুদ পাঠই যথেষ্ট হবে।[৫৮]

বর্ণিত হাদীসে সু-বিখ্যাত সাহাবী হযরত উবাই বিন কা'ব رضي الله عنه দরুদ পাঠের জন্য চব্বিশ ঘন্টাকেই অন্তর্ভূক্ত করে নিলেন। তাহলে বুঝা গেল কোন প্রকারের প্রতিবন্ধকতা না থাকলে সর্বক্ষন দরুদ-সালাম পাঠ করা উত্তম। সুতরাং আযানের পূর্ব সময়টি যেহেতু নিষিদ্ধ সময়ের আওতাভুক্ত নয়, তাই আযানের পূর্বে দরুদ-সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব প্রমানিত।

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ رضي الله عنه يَقُوْلُ مَا مِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُصَلِّى عَلَى النَّبِىِّ ﷺ قَبْلَهَا اِلاَّ كَانَتْ مُعَلَّقَةٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضَ.

অর্থাৎ- হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব رحمه الله হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে কোন দোয়ার পূর্বে প্রিয় নবীর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা হবে না, তা আসমান এবং জমিনের মধ্যখানে ঝুলিয়ে থাকবে।[৫৯]

عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ : اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ لاَ يُصْعِدُ مِنْهَا شَىْءٌ حَتَّى تُصَلِّى عَلَى نَبِيِّكَ ﷺ.

অর্থাৎ- আমিরুল মু'মিনীন হযরত উমর বিন খাত্তাব رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- নিশ্চয় দোয়া আসমান ও জমিনের মাঝখানে অবস্থান করে, যতক্ষন না তুমি তোমার নবী (ﷺ-এর) উপর দরুদ পড়।[৬০]

বর্ণিত হাদীস দুটিতে স্পষ্টভাবে যে কোন দোয়ার পূর্বে দরুদ পড়া না হলে তা আকাশ ও পৃথিবীর মাঝখানে ঝুলন্ত থাকার কথা বলা হয়েছে। আযানও যেহেতু এক ধরনের দোয়া স্বরূপ, তাই আযানের পূর্বে দরুদ পাঠ করা বর্ণিত হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত।

আযানের পূর্বে দোয়া, দরূদ, যিকির ইত্যাদি পাঠের বৈধতার প্রমাণ

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَالَتْ : كَانَ بَيْتِي مِنْ أَطْوَلِ بَيْتٍ كَانَ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَكَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِي بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ

---

৫৮. মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৮৬
৫৯. জালাউল আফহাম, পৃষ্ঠা- ৪২
৬০. মিশকাত শরীফ, পৃষ্ঠা- ৮৭

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

إِلَى الْفَجْرِ فَإِذَا رَآهُ تَمَطَّى ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحْمَدُكَ وَأَسْتَعِينُكَ عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ ثُمَّ يُؤَذِّنُ قَالَتْ وَاللهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً هَذِهِ الْكَلِمَاتِ.

অর্থাৎ- হযরত উরওয়া বিন জোবাইর রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বনি নাজির গোত্রের জনৈক মহিলা থেকে বর্ণনা করেন- তিনি (মহিলাটি) বলেন, মসজিদে নববী শরীফের আশেপাশে অবস্থিত দালান কোঠা থেকে আমার ঘরটি উঁচু ছিল। তাই হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু ঘরের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ফজরের আযান দিতেন। তিনি ফজরের পূর্বেই সাহরীর সময় আসতেন, ঘরের ছাদের উপর বসতেন এবং ফজরের আযানের সময় হচ্ছে কিনা সে দিকে গভীর দৃষ্টি রাখতেন। যখনই দেখতেন আযানের সময় এখনও দেরী আছে তখন তিনি একটি দোয়া সর্বদা পাঠ করতেন- হে আল্লাহ আমি আপনার প্রশংসা করছি এবং আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি কুরাইশ বংশের জন্য। যেন তারা আপনার ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। অতঃপর হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু আযান দিতেন। সম্মানিত মহিলাটি বলেন, আমি মহান আল্লাহর শপথ করে বলছি, এ দোয়াটি হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু কোন একটি রাত্রেও বাদ দিয়েছেন কিনা আমার জানা নেই। অর্থাৎ সর্বদাই হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু দোয়াটি পাঠ করতেন।[৬১]

বর্ণিত হাদীসে পাকের আলোকে প্রমাণিত হলো- আযানের পূর্বে শরীয়ত সম্মত যে কোন প্রকার দোয়া, তাসবীহ, তাহলীল, দরুদ পাঠ করা নিঃসন্দেহে জায়েয। দরুদ শরীফ যেহেতু শ্রেষ্ঠ জিকির, শ্রেষ্ঠ দোয়া তাই প্রচলিত পদ্ধতীতে আযানের পূর্বে উচ্চ আওয়াজে সালাত-সালাম পাঠ করা উত্তম, জায়েয ও ভ্রান্ত মতবাদী শিয়াদের আযানের পূর্বে মাওলা আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু সহ বাদশা নেতাদের প্রতি সালাম পাঠের বিদ'আতী প্রথার মূলোৎপাঠনে একটি সঠিক সিদ্ধান্তও বটে।

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : كُلُّ كَلَامٍ لاَ يَذْكُرُ اللهَ فِيْهِ فَيَبْدَأُ بِهِ وَبِالصَّلٰوةِ عَلَيَّ فَهُوَ اَقْطَعُ مَمْحُوقٌ مِنْ كُلِّ بَرَكَةٍ.

অর্থাৎ- হযরত আবু হুরাইরা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলে, প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে সমস্ত কথা (পূণ্যময় কাজে) আল্লাহর প্রশংসা এবং আমার উপর

---

[৬১]. আবু দাউদ শরীফ, সালাত অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৭৭

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দরুদ শরীফ পাঠ করা ব্যতীত আরম্ভ করা হয় সে সকল কথা বরকত শূন্য হয়ে যায়।[৬২]

অত্র হাদীসের আলোকেও প্রত্যেক শব্দাবলী বলার পূর্বে দরুদ-সালাম পাঠের গুরুত্ব বুঝা যায়। তাই আযানের শব্দাবলী আরম্ভ করার পূর্বে দরুদ-সালাম পাঠ করা অত্র বর্ণনা মতেও উত্তম, বরকত মন্ডিত হিসাবে প্রমানিত হলো।

ফুকাহায়ে কেরামের দৃষ্টিতে আযানের পূর্বে ও পরে সালাত-সালাম পাঠের বৈধতা

সম্মানিত ফোকাহা ও মুহাদ্দেসীনে কেরামের দৃষ্টিতে আযানের পূর্বে-পরে সালাত-সালাম পাঠের বৈধতা বিখ্যাত ফকীহ হযরত শেখ কবীর বিকরী মক্কী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

قَالَ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ اَلْبِكْرِىُّ اَنَّهَا تَسِنُّ قَبْلَهُمَا اَىْ اَلصَّلَوةُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ قَبْلَ الاَ ذَانِ وَالِاِقَامَةِ.

অর্থাৎ- হযরত শেখ কবীর বিকরী (রহঃ) বলেন, আযান ও ইকামতের পূর্বে হুযুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর সালাত-সালাম পাঠ করা সুন্নাত।[৬৩]

মিশরের আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত মাযহাব চতুষ্ঠয়ের উপর লিখিত ফিকাহ শাস্ত্রের বিখ্যাত গ্রন্থে আযানের পূর্বে সালাত-সালাম পাঠের বৈধতার উপর স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় লিখা হয়েছে। যেমন-

اَلصَّلَوةُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ قَبْلَ الاَذَانِ وَالتَّسَابِيْحِ قَبْلَهُ بِاللَّيْلِ.

অর্থাৎ- আযানের পূর্বে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করা এবং রাতের বেলায় আযানের পূর্বে তাসবীহ পাঠ করা বৈধ।[৬৪]

বর্ণিত অধ্যায়ে আযানের পূর্বে দরুদ-সালাম পাঠ করার অনুচ্ছেদ রচনার মাধ্যমে বিখ্যাত ফকীহ আল্লামা জাজিরী রহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর স্পষ্ট অভিমতে আযানের পূর্বে সালাত-সালাম পাঠের বৈধতা প্রমাণিত হলো।

ইমাম ইবনে আবেদীন শামী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

وَالصَّلَوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ مُسْتَحَبَّةٌ فِى كُلِّ اَوْقَاتِ الِاِمْكَانِ.

---

৬২. জালাউল আফহাম, পৃষ্ঠা- ২৫১

৬৩. এয়ানাতুত্ তালেবীন, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২৩৩

৬৪. আল ফিকহ্ আলাল মাজাহিবিল আরবা'য়া, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৮৭

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ- প্রত্যেক বৈধ সময় সমূহে প্রিয় নবী ﷺ-এর উপর সালাত-সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব।[৬৫]

বর্ণিত অভিমতের আলোকে প্রমানিত হলো, বৈধ সময় সমূহে তথা আযানের পূর্বে সালাত-সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব, যেহেতু ইমাম শামী রহমাতুল্লাহি আলায়হি সালাত-সলাম পাঠের নিষিদ্ধ সময় উল্লেখ করেছেন নিম্নরূপ-

تُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ﷺ فِي سَبْعَةِ مَوَاضِعَ : عِنْدَ الْجِمَاعِ ، وَحَاجَةِ الْإِنْسَانِ ، وَشُهْرَةِ الْمَبِيعِ وَالْعَشْرَةِ ، وَالذَّبْحِ ، وَالتَّعَجُّبِ ، وَالْعُطَاسِ.

সাত অবস্থায় দরুদ-সালাম পাঠ করা মকরুহ। যথা-

(১) স্ত্রী সহবাসের সময়, (২) মল-মূত্র ত্যাগকালে, (৩) ব্যবসায়ী পণ্য প্রচারার্থে, (৪) হোঁচট খাওয়ার পর, (৫) জবেহ করার সময়, (৬) আশ্চর্যজনক সংবাদ শুনার পর, (৭) হাঁছি দেওয়ার পর।[৬৬]

উল্লেখিত নিষিদ্ধ অবস্থার মধ্যে যেহেতু আযানের পূর্ব সময়টি নেই, তাই নিঃসন্দেহে আযানের পূর্বে সালাত-সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব।

তিনি আরো বলেন-

وَبَيْنَ يَدَىْ سَائِرَ الأُمُورِ الْمُهِمَّةِ.

অর্থাৎ- প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের পূর্বে সালাত-সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব।

আযান যেহেতু একটি পূণ্যময় কাজ, তাই আযানের পূর্বেও সালাত-সালাম পাঠ করা কতই উত্তম আমল।

এছাড়া ও مطالع المسرات সহ আরো অনেক কিতাবে ইকামতের পূর্বেও সালাত-সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

যেমন: আল্লামা মাহদী বিন ফাসী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন-

اَلصَّلوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَ الإِقَامَةِ مُسْتَحَبَّةٌ.

অর্থাৎ- ইকামতের পূর্বেও সালাত-সালাম পাঠ করা মুস্তাহাব।

আল্লামা মোল্লা জুয়ুন রহমাতুল্লাহি আলায়হি সহ ইসলামী পন্ডিতগণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন-

اِنَّ الاَصْلَ فِي الاَشْيَاءِ اَلإِبَاحَةُ.

---

৬৫. ফতোয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২০৪

৬৬. ফতোয়ায়ে শামী, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২০৪

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ- নিশ্চয় প্রত্যেক বস্তু প্রকৃতপক্ষে বৈধ, জায়েয ।[৬৭]

قَالَ الْقَاضِى عَيَاضُ : وَمِنْ مَوَاطِنِ الصَّلَوةِ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ عِنْدَ ذِكْرِهِ وَسِمَاعُ اِسْمِهِ اَوْ كِتَابَتِهِ اَوْ عِنْدَ الاَذَانِ.

অর্থাৎ- সালাত-সালাম পাঠের মুস্তাহাব সময় সমূহের মধ্যে প্রিয় নবী ﷺ আলোচনা কালে, তাঁর নাম মোবারক শ্রবন ও লিখার সময় এবং আযানের পূর্বে ।[৬৮]

এ নীতিমালার আলোকেও আযানের পূর্বে সালাত-সালাম পাঠ করা বৈধ। যেহেতু আযানের পূর্বে সালাত-সালাম পাঠ করা মাকরুহ, নিষিদ্ধ বা এ জাতীয় স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞামূলক কোন আলোচনা কোরআন-সুন্নাহর কোথাও পাওয়া যায়নি বরং পক্ষে অসংখ্য দলীল থাকার কারণে এটাকে নিষেধ, বিদ'আত বাড়াবাড়ি ইত্যাদি বলে মুসলিম মিল্লাতের মাঝে ফিৎনা, বিবাদ, অনৈক্য সৃষ্টি করা চরম জিহালতী ও সীমালঙ্ঘন ছাড়া আর কিছুই নয় ।

সুতরাং পবিত্র কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াসের আলোকে প্রমাণিত হলো- আযানের পূর্বে ও পরে সালাত-সালাম পাঠ করা বৈধ, জায়েয ও উত্তম আমল ।

আযানের পূর্বে ও পরে সালাত-সালাম পাঠের প্রচলনের ইতিহাস

আযানের পূর্বে ও পরে প্রিয় নবীর প্রতি সালাত-সালাম পাঠের ইতিহাস না জেনে অনেকে এর বিরুধীতা করে থাকে। আশা করি ইতিহাস জানলে ভুল ভেঙ্গে যাবে ইনশাআল্লাহ্ ।

মিশরে এক সময় রাফেযী-শিয়ারা আযানের পরে স্বীয় নেতা, বাদশাহ, বাদশাহর ইন্তেকালের পর খলিফার বোন ক্ষমতাসীন হলে তাকে, মন্ত্রীবর্গকেও সালামের প্রচলন শুরু করে যা মারাত্মক বিদ'আত হিসাবে চিহ্নিত করে পরবর্তী ক্ষমতায় আরোহনকারী ন্যায় পরায়ন বাদশাহ সালাহ উদ্দীন বিন আয়ুবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বন্ধ করে দেন। দেশের বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের পরামর্শে এ বিদ'আত প্রথা বন্ধ করে শরীয়ত সম্মত প্রিয় নবীর প্রতি সালাত-সালাম পাঠের প্রচলন শুরু করেন। যেমন ইমাম সাখাবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি বলেন,

---

৬৭. তাফসীরাতে আহমদী

৬৮. শেফা শরীফের বরাতে ফতোয়ায়ে ছালাছা, পৃষ্ঠা- ৭

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

قَدْ اَحْدَثَ الْمُؤَذِّنُ اَلصَّلَوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم عَقَبَ الاَذَانِ لِلْفَرَائِضِ الخَمْسِ اِلاَّ الصُّبْحِ وَالجُمْعَةِ فَاِنَّهُمْ يَقْدِمُونَ ذَلِكَ فِيْهِمَا عَلَى الاَذَانِ اِلاَّ الْمَغْرِبِ فَاِنَّهُمْ لاَ يَفْعَلُونَهُ لِضَيْقِ وَقْتِهَا وَكَانَ اِبْتَدَاءُ حُدُوثُ ذَلِكَ مِنْ اَيَّامِ السُّلْطَانِ النَّاصِرِ صَلاَحُ الدِّيْنِ الْمُظَفَّرِيْنَ اَيُّوبَ.

মুয়াজ্জিনগন জুমা ও ফজরের আযান ব্যতীত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের আযানের পরে প্রিয় রাসূল ﷺ-এর উপর সালাত-সলাম পাঠ করার প্রথা প্রচলন করেছেন। তবে তাঁরা ফজর ও জুমার আযানের পূর্বে সালাত-সালাম পাঠ করতেন। আর মাগরিবের সময় কম হওয়ার দরুন মাগরিবের পূর্বে সালাত-সালাম পাঠ করা হত না। অতএব আযানের পূর্বে ও পরে যে কোন সময় সালাত-সালাম পাঠের প্রথাটি ন্যায় পরায়ন বাদশাহ সালাহ উদ্দীন বিন আয়ুবী রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর শাসনামলে তাঁরই নির্দেশে চালু হয়।[৬৯]

আল্লামা অধ্যক্ষ হাফেজ এম এ জলিল রহমতুল্লাহি আলায়হি ইয়ানাতুত তালেবীন কিতাবের বরাতে লিখেছেন এ সালাত-সালাম পাঠের প্রচলন ৭৯১ হিজরীতেও ছিল।

আরো জেনে রাখা প্রয়োজন, এ শুভ আমলটি নজদী হুকুমতের পূর্বে পবিত্র হারামাঈন শরীফাইনেও চালু হয়ে সারা পৃথিবীব্যাপী বিস্তৃত লাভ করে। এখনও বাগদাদে গাউছে পাক রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর মাজার মসজিদ, মিশর, আফ্রিকা, সিরিয়া, জর্ডান, ইয়ামেন, ফিলিস্তিন, দামেস্ক, ভারত, পাকিস্তান, বার্মা, বাংলাদেশসহ অসংখ্য দেশে অসংখ্য মসজিদে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত আযানের পূর্বে ও পরে সালাত-সালাম পাঠ অব্যাহত রয়েছে।[৭০]

সুতরাং হকপন্থি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিদর্শন হিসাবেও আজ এটা সর্বত্র সমাদৃত। তাই দরুদ সালামের বিরুদ্ধে লাগামহীন বক্তব্য না দিয়ে এ ভাল উদ্যোগকে শরীয়ত সমর্থিত হিসাবে জেনে আমল করার চেষ্টা করাই হবে শ্রেয়। বিবাদ-ফিৎনা জন্ম না দিয়ে প্রিয় নবীর মোহাব্বতে স্বীয় ঈমানকে মজবুত করুন। আল্লাহ পাক সবাইকে বুঝার তাওফিক দান করুন, আমীন।

---

৬৯. ফতোয়ায়ে ছালাছা, পৃষ্ঠা- ১৫

৭০. আল কাউলুল বদী', পৃষ্ঠা- ১৯২, আর রাইহান, পৃষ্ঠা- ৪০

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আযানের পূর্বে ও পরে সালাত-সালাম পাঠের বিরুদ্ধে উত্থাপিত আপত্তি ও অপনোদন

যে কোন বিষয়ে যে কেউ করতে চাইলে উদ্দেশ্য মূলক অনেক আপত্তি করতে পারেন, তবে কৃত আপত্তি কতটুকু গ্রহনযোগ্য সেটা দেখার বিষয়। এ পর্যন্ত আযানের পূর্বে সালাত-সালাম পাঠ সংক্রান্ত যে সমস্ত আপত্তি করা হয়েছে সমস্ত আপত্তিই ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্য প্রনোদিত, নবী বিদ্বেষী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ বৈ কিছু নয়।

যেমন : এ সালাত-সালাম পাঠের শুভ প্রথা প্রথম তিন যুগে ছিল না, আযানে শব্দ বৃদ্ধি হয়ে আযান বিকৃতির সম্ভাবনা, হারামাঈন শরীফাইনে এ প্রথা প্রচলিত নেই। এভাবে আরো কত অভিযোগ দরুদ সালামের বিরুদ্ধে এ নবী বিদ্বেষীরা করে থাকে, তা কে না জানে?

তাদের প্রথম আপত্তি ঃ তিন যুগে আযানের পূর্বে সালাত-সালামের প্রচলন ছিল না বিধায় এটা বিদয়াত, নাজায়েয ইত্যাদি। জবাবে বলতে হয়, যারা তিন যুগে ছিল না বলে সালাত-সালামকে নাজায়েয বলতে চাই, তাদের ইসলামের নামে ছাওয়াবের প্রত্যাশায় করা অসংখ্য কাজও তো নাজায়েয হয়ে যাবে। যেমনঃ তাবলীগ জামাতের বিশ্ব ইজতেমা, ইসলামী মহা সম্মেলন, বার্ষিক ধর্মীয় সভা, দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য নতুন ডিজাইনে নির্মিত কওমী মাদ্রাসা, নতুন সিলেবাস প্রণয়ন, ইসলামের স্বার্থে আন্দোলন করার জন্য গঠিত সকল ইসলামী দল, প্রকাশিত ইসলামী মাসিক পত্রিকা সহ ইত্যাদি সব কাজ নাজায়েয হয়ে যাবে। কেননা এগুলোর অস্থিত্ব প্রথম তিন যুগে ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মনে রাখতে হবে, তিন যুগে না থাকলেও পরবর্তীতে উদ্ভাবিত কোন কাজ যদি শরীয়ত সমর্থিত ও দ্বীনের স্বার্থে হয় তাহলে সেটা নাজায়েয হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। সুতরাং আযানের পূর্বে ও পরে সালাত-সালামের পক্ষে অসংখ্য প্রমাণাদি বিদ্যমান থাকায় এ মুস্তাহাব আমলকে নাজায়েয বলার অধিকার কোন নামধারী মূফতীর নেই।

দ্বিতীয় আপত্তি ঃ এটা নাকি আযানের মধ্যে অতিরিক্ত শব্দ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রাখে তাই এর জবাবে একটি কথা স্বরণ রাখতে হবে সালাত-সালাম আযানের ভিতরে মাঝখানে বা শেষে কোথাও পাঠ করা হয় না বরং আযান শুরুর একটু পূর্বে এবং আযান শেষ করার পর পাঠ করা হয়। সুতরাং সালাত-সালাম আযানের বিকৃতিও নয় এবং অংশও নয়। ৭৯১ হিজরী থেকে প্রচলিত এ শুভ প্রথাকে কেউ আযানের বিকৃতি কিংবা অংশ মনে করেনি, আর এখন মনে করবে বলে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ধারণা করে দরুদ-সালাম পাঠ থেকে বিরত রাখার অপচেষ্টা সত্যিই দুঃখজনক। কেননা পূর্বে প্রমান পেশ করা হয়েছে, আযানের পূর্বে হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর কুরাইশদের জন্য দোয়া করা, আযানের পূর্বে সতর্কবাণী প্রচার করা ইত্যাদি। এগুলো যদি আযানের মধ্যে অতিরিক্ত বা বৃদ্ধি মনে করা না হয়, তাহলে সালাত-সালাম পাঠ করাকে কেন অতিরিক্ত কিংবা আযানের অংশ ইত্যাদি মনে করা হবে। তা কখনও হতে পারে না। এটা শুধুমাত্র কাল্পনিক ধারণা করে দরুদ-সালামের বিরুধীতা করা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

তৃতীয় আপত্তি ঃ আযানের পূর্বে-পরে সালাত-সালাম বর্তমানে মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফে প্রচলিত নেই বিধায় এটা নাজায়েয। তাদের এ যুক্তিটিও ভিত্তিহীন। কারণ সালাত-সালাম জায়েয হওয়ার জন্য কোরআন-সুন্নাহর অসংখ্য দলীল বিদ্যমান। আর একটা বিষয় জায়েয, নাজায়েয হওয়ার জন্য হারামাইন শরীফাইন দলীল নয় বরং কোরআন-সুন্নাহর মধ্যে আছে কিনা সেটাই দলীল। পূর্বে তো প্রমান পেশ করা হয়েছে। পবিত্র মক্কা শরীফ ও মদীনা শরীফেও কিন্তু এক সময় আযানের পূর্বে ও পরে দরুদ সালাম পাঠের প্রচলন ছিল। নজদী হুকুমতের পরে তা বন্ধ হয়ে যায়। তারিখে নজদ ও হেযায, ওহাবী মাজহাব কী হাকীকত সহ অনেক বিখ্যাত গ্রন্থে এ ব্যাপারে বিস্তারিত ইতিহাস লিপিবদ্ধ রয়েছে। সুতরাং হারামাইন শরীফাইনের দোহাই দিয়ে শরীয়ত সমর্থিত এ আমলটির বিরুধীতা না করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিদর্শন স্বরূপ প্রতিটি মসজিদে আযানের পূর্বে ও পরে সালাত-সালাম পাঠের প্রচলন করাই হবে আজ সময়ের দাবী। যেহেতু অনেক ভ্রান্তবাদীরা আজ বিশ্বে বিভিন্ন মসজিদে আযানের পূর্বে স্বীয় ইমাম/বাদশাকে সালাম দেয়ার কু-প্রথা জারী করে মারাত্মক ফিৎনায় লিপ্ত হয়েছে। আর আযানের পূর্বে-পরে প্রিয় নবীর প্রতি সালাত-সালাম পাঠ করাই হবে ফিৎনার মুলোৎপাটন। বর্ণিত আপত্তি ছাড়াও বিরুদ্ধবাদীদের আরো যে সমস্ত আপত্তি রয়েছে, তার প্রামান্য জবাব রয়েছে মুজাহেদে মিল্লাত আলহাজ্ব মাওলানা জামাল উদ্দীন সাহেবের সালাত-সালামের উপর লিখিত অত্যন্ত প্রামান্য গ্রন্থ আর-রাইহানে। এটি সংগ্রহ করে পড়ার জন্য সকলকে অনুরোধ করছি।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রিয় নবী ﷺ এর নাম মোবারক শ্রবণে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বনের বিধান

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রিয় নবী ﷺ এর নাম মোবারক শ্রবণে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বনের বিধান

আযানের সময় প্রিয় নবীর নাম মোবারক শ্রবণে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বনের বিধান।

পবিত্র কোরআনের আলোকে-

মহাগ্রন্থ আল কোরআনে এরশাদ হয়েছে,

لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۝

অর্থাৎ- যাতে হে লোকেরা তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আন এবং রাসূলের মহত্ব বর্ণনা ও তাঁর (প্রতি) সম্মান প্রদর্শন করো।[৭১]

অত্র আয়াতে প্রিয় নবীর প্রতি সর্বদা সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন ও ঈমানের মূল ভিত্তি হিসাবে আলোকপাত করা হয়েছে। আযানের সময় ও প্রিয় নবীর নাম মোবারক শ্রবন করে কোন মুমিন যদি মুহাব্বাত সহকারে, শ্রদ্ধাভরে দরুদ শরীফ পাঠ করে বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করে এতে ঐ মুমিনের অন্তরে প্রিয় নবীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, মুহাব্বতই প্রকাশিত হয়। আর এটা নবীগনের পরে সকল মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ খলিফাতুর রাসূল হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক رضي الله عنه-এর আমলও বটে। তাই এটাকে ঢালাওভাবে বিদয়াত, নাজায়েয, ইত্যাদি ফতোয়া দেয়া মারাত্মক গোমরাহী ও প্রকারান্তে কুফরী। নিম্নে এ আমলের সমর্থনে পবিত্র হাদীস ও তাফসীর কারকদের মতামত উপস্থাপন করা হলো।

পবিত্র হাদীসের আলোকে-

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلاَمُ : مَنْ سَمِعَ اِسْمِىْ فِى الاَذَانِ وَوَضَعَ اِبْهَامَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ فَانَا طَالِبُهُ فِى صُفُوفِ الْقِيَامَةِ وَقَائِدُهُ اِلَى الْجَنَّةِ.

অর্থাৎ- প্রিয় নবী রাহমাতুললিল আ'লামীন ﷺ এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আযানের সময় আমার নাম (মোবারক) শ্রবন করলো এবং তার উভয় বৃদ্ধাঙ্গুল দু'চোখে রাখল আমি তাকে কিয়ামত দিবসে কাতারের মধ্যে খোঁজ করব এবং তাকে বেহেস্তে নিয়ে যাব।[৭২]

বর্ণিত হাদীসে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, প্রিয় নবীর নাম মোবারক শ্রবন করে যারা বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করে চোখে লাগাবে, তাদেরকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। কারণ এ আমলটি তো মোহাব্বাত থেকেই করা হয়। আর প্রিয় নবীর

---

[৭১]. সূরা আল ফাতাহ্, পারা- ২৬, আয়াত- ৯

[৭২]. তাফসীরে জালালাইন, পৃষ্ঠা- ৩৫৭

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আশেকের জন্যই তো জান্নাত সৃষ্টি করা হয়েছে। অনেক মুহাদ্দেসীনে কেরাম বর্ণিত হাদীসকে জঈফ বা দূর্বল বলে মত প্রকাশ করলেও আবার কেহ কেহ বর্ণিত হাদীসকে মরফু, মওকুফ ছহীহ বলেও মন্তব্য করেছেন। অধিকাংশের মতে জঈফ হলেও এ হাদীসের আলোকে আমলটি মুস্তাহাব প্রমানিত। যেমন فتح القدير (ফতহুল কাদীরে) উল্লেখ করা হয়েছে-

اَلِاسْتِحْبَابُ يُثْبِتُ بِالضَّعِيْفِ.

-জঈফ হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব প্রমানিত হয়।

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﷺ مَارَأَهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ.

-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে কাজটি মুমিনগন ভাল মনে করেন, তা আল্লাহর নিকটও ভাল।[৭৩]

বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে- বৈধ কোন কাজ মু'মিনগণ ভাল মনে করলে সেটা আল্লাহর নিকটও পছন্দনীয়, নেক, ভাল হিসাবে বিবেচ্য। প্রিয় নবীর নাম মোবারক শ্রবনে দরুদ শরীফ পাঠ করে মু'মিনগণ বৃদ্ধাঙ্গুল চোখে মোচেন প্রিয় নবীর মোহাব্বতে ভাল আমল হিসাবে। তাই এটা আল্লাহর নিকটেও ভাল। এতে আপত্তি করা কস্মিনকালেও কোন মুমিনের পরিচয় হতে পারে না।

বিখ্যাত তাফসীর কারকদের ভাষ্য তাফসীরে জালালাইন শরীফে আযানের সময় প্রিয় নবীর নাম মোবারক শ্রবনকালে বুদ্ধাঙ্গুল চুম্বনের বর্ণনা এভাবে দেওয়া হয়েছে-

اِعْلَمْ اَنَّهُ يَسْتَحِبُّ اَنْ يُقَالَ عِنْدَ سِمَاعِ الاُوْلَى مِنَ الشَّهَادَةِ الثَّانِيَةِ صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعِنْدَ سِمَاعِ الثَّانِيَةِ قُرَّةَ عَيْنِى بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ثُمَّ يُقَالُ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ بَعْدَ وَضْعِ ظَفَرِ الاِبهَامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَاِنَّهُ ﷺ قَائِدٌ لَهُ اِلَى الجَنَّةِ.

অর্থাৎ- জেনে রেখ, আযানের সময় শাহাদাতে ছানিয়া বা আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ প্রথম বার শ্রবন করে "সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ" বলা এবং উক্ত শাহাদাতের বাক্য দ্বিতীয় বার শ্রবণ করে "কুররাতু আইনী বিকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্" বলা মুস্তাহাব। অতঃপর বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয়ের নখ চুম্বন করে চোখের উপর রেখে "আল্লাহুম্মা মাত্তি'নী বিস সাময়ী ওয়াল বাছরি"

---

[৭৩]. তাফসীরে জালালাইন, পৃষ্ঠা-৩৫৭, হাশিয়া নং- ১৩

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(দোয়াটি) বলা মুস্তাহাব। এরূপ আমলকারীকে প্রিয় মাহবুব ﷺ নিজে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।[৭৪]

অত্র তাফসীরে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে-

قَدْ صَحَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ تَجْوِيْزُ الاَخْذِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيْفِ فِي الْعَمَلِيَّاتِ.

-আমলের ক্ষেত্রে জঈফ হাদীস শরীফ গ্রহন করা জায়েয। এ মতটিকে অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বিশুদ্ধ বলেছেন।[৭৫]

দূর্বল হাদীস বলে এ গুরত্বপূর্ণ আমলটি নিয়ে বাড়াবাড়ি, বিদয়াত, নাজায়েয ইত্যাদি ফতোয়া দিয়ে যারা ফিৎনা সৃষ্টি করে তাদের ব্যাপারে স্পষ্ট করে তাফসীরে জালালাইন শরীফে বলা হয়েছে-

لاَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يُنَازِعُ فِيْهِ لِقِلَّةِ عِلْمِهِ.

-কিছু কিছু লোক তাদের স্বল্প জ্ঞানের কারণে এ ব্যাপারে অর্থাৎ আযানের মধ্যে প্রিয় নবীর নাম মোবারক শ্রবন করে বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করে চোখে লাগানোর ব্যাপারে বিতর্ক সৃষ্টি করে।[৭৬]

এটা একটি মুস্তাহাব ভাল আমল, যারা করছে তারা তো ভালই করছে, এটাকে কটুক্তি করা কত জগন্য ফিৎনা এবং প্রিয় নবীর মহান শানে বিয়াদবী তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তাফসীরে রুহুল বয়ানের ভাষ্য-

ودر محیط اورده که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بمسجد درامد ونزدیک ستون..... اگر بخطا.

রুহুল বয়ানের অনেক দীর্ঘ এবারত এখানে শুধু অনুবাদটি করা হচ্ছে- 'মহীত' কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, প্রিয় নবী ﷺ মসজিদে এসে একটি স্তম্ভের কাছে বসেছিলেন, তাঁর পার্শ্বে হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক رضی الله عنه ও বসেছিলেন। এর মধ্যে হযরত বেলাল হাবশী رضی الله عنه আযান আরম্ভ করেছিলেন, যখন اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلَ اللهِ (আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ) উচ্চারণ করলেন, তখন হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক رضی الله عنه স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয়ের নখ চুম্বন করে আপন দু'চোখের উপর লাগালেন আর বললেন, 'কুররাতু আইনী বিকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' অর্থাৎ- (হে রাসূল ﷺ আপনি আমার চোখের মনি) হযরত বেলাল رضی الله عنه-এর

---

[৭৪]. তাফসীরে জালালাইন, পৃষ্ঠা- ৩৫৭, হাশিয়া নং- ১৩

[৭৫]. জালালাইন শরীফ, পৃষ্ঠা- ৩৫৭

[৭৬]. জালালাইন শরীফ, পৃষ্ঠা- ৩৫৭

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আযান শেষ হয়ে যাওয়ার পর প্রিয় নবী ﷺ বললেন, হে আবু বক্কর তুমি যা করেছ, যে ব্যক্তি অদ্রুপ করবে, আল্লাহ পাক তার সমুদয় গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন।[৭৭]

হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক رضي الله عنه-এর আঙ্গুল চুম্বনের ঘটনাটি ১০ মুহারম তারিখে জুমাবার ঘটেছিল বলে অভিমত প্রদান করা হয়েছে রুহুল বয়ানের আরেক বর্ণনায়।[৭৮]

সম্মানিত ফকীহগণের ভাষ্য-

ফতোয়ায়ে শামীর মতেও প্রিয় নবীর নাম মোবারক শ্রবনে বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করে চোখে লাগানো মুস্তাহাব। যেমন ইমাম ইবনে আবেদীন শামী رحمة الله عليه লিখেন-

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ سَمَاعِ الْأُولَى مِنْ الشَّهَادَةِ : صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله ، وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْهَا : قَرَّتْ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ الله ، ثُمَّ يَقُولُ : اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ بَعْدَ وَضْعِ ظُفْرَيْ الْإِبْهَامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكُونُ قَائِدًا لَهُ إلَى الْجَنَّةِ ، كَذَا فِي كَنْزِ الْعِبَادِ .قُهُسْتَانِيٌّ ، وَنَحْوُهُ فِي الْفَتَاوَى الصُّوفِيَّةِ . وَفِي كِتَابِ الْفِرْدَوْسِ مَنْ قَبَّلَ ظُفْرَيْ إبْهَامِهِ عِنْدَ سَمَاعِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله فِي الْأَذَانِ أَنَا قَائِدُهُ وَمُدْخِلُهُ فِي صُفُوفِ الْجَنَّةِ. وَنَمَامُهُ فِي حَوَاشِي الْبَحْرِ لِلرَّمْلِيِّ.

-আযানের প্রথম শাহাদাত বলার সময় সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এবং দ্বিতীয় শাহাদাত বলার সময় কুররাতু আইনী বিকা ইয়া রাসূলাল্লাহ বলা মুস্তাহাব। অতঃপর স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয়ের নখ দু'চোখের উপর রেখে "আল্লাহুম্মা মাত্তি'নী বিস সাময়ী ওয়াল বাছরি" বলবে। এর ফলে প্রিয় নবী ﷺ তাকে নিজে বেহেস্তে নিয়ে যাবেন। অনুরূপ কানযুল ইবাদ ও কোহস্তানী গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে, ফতোয়ায়ে ছুফিয়াতেও অদ্রুপ বর্ণনা আছে। কিতাবুল ফিরদাউসে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি আযানে আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলাল্লাহ শুনে আপন বৃদ্ধাঙ্গুলদ্বয়ের নখ চুম্বন করে আমি তাকে পিছনে পিছনে জান্নাতে নিয়ে

---

[৭৭]. রুহুল বয়ান, খন্ড- ৭, পৃষ্ঠা- ২২৯

[৭৮]. রুহুল বয়ান, খন্ড- ৬, পৃষ্ঠা- ৬৪৮

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যাব এবং তাকে জান্নাতের কাতারে অন্তর্ভূক্ত করব। এর পরিপূর্ণ আলোচনা বাহরুর রায়েক'র টিকায় বিদ্যমান আছে।[৭৯]

বর্ণিত বর্ণনায় ছয়টি পৃথিবী খ্যাত কিতাবের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেমনঃ ফতোয়ায়ে শামী, কানযুল ইবাদ, ফতোয়ায়ে ছুফিয়া, কিতাবুল ফিরদাউস, কোহুস্তানী এবং বাহরুর রায়েক'র টিকা। এ সব কিতাবে আঙ্গুল চুম্বনের আমলকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে।

وَذَكَرَ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْفِرْدُوسِ مِنْ حَدِيْثِ اَبِي بَكَرٍ رضى الله عنه مَرْفُوعًا مَنْ مَسَحَ الْعَيْنُ بِبَاطِنِ اَنْمِلَةِ السَّبَّابَتَيْنِ بَعْدِ تَقْبِيْلُهُمَا عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ ..... حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ.

-ইমাম দায়লামী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তার বিখ্যাত কিতাব ফিরদাউসে হযরত আবু বক্কর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু মারফু হাদীস উল্লেখ করেন যে, যে ব্যক্তি মুয়াজ্জিনের আযানের সময় আশহাদু আননা মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ শ্রবন করে শাহাদাত আঙ্গুলী দুটির ভিতরের দিকে চুম্বন করে চোখে লাগাবে। তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব।[৮০]

এ বর্ণনাটি মরফু ছহীহ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আঙ্গুল চুম্বনের বেশুমার উপকারিতা

ইমাম সাখাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ফকীহ মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি-এর বরাতে একটি রেওয়ায়ত বর্ণনা করেন- ফকীহ মুহাম্মদ খাওলানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত ইমাম হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন-

مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ يَقُولُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ مَرْحَبًا بِحَبِيْبِيْ وَقُرَّةُ عَيْنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ﷺ وَيُقَبِّلُ اِبْهَامَيْهِ وَيَجْعَلُهُمَا عَلَى عَيْنَيْهِ لَمْ يَعْمُ وَلَمْ يَرْمُدْ.

অর্থাৎ- হযরত ইমাম হাসান রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন- মুয়াজ্জীনের "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" ধ্বনী শ্রবন করে যে ব্যক্তি বলবে- মারহাবান বিহাবিবী ওয়া কুররাতু আইনী মুহাম্মদ ইবনে আবদিল্লাহ ﷺ এবং দু'বৃদ্ধাঙ্গুলী চুম্বন করতঃ চোখে লাগাবে, সে অন্ধ হবে না এবং চক্ষু রোগে আক্রান্তও হবে না।[৮১]

---

৭৯. ফতোয়ায়ে শামী, খন্ড- ১ম, আজান অধ্যায়, পৃষ্ঠা- ২৩৩
৮০. মারাকিউল ফালাহ, পৃষ্ঠা- ১৩৭
৮১. আল মাকাসেদুল হাসানাহ, পৃষ্ঠা- ৩৮৪

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইমাম সাখাবী রহমাতুল্লাহি আলায়হি মাকাসিদুল হাসানা গ্রন্থে বিশুদ্ধ সূত্রে হযরত খিযির আলায়হিস সালাম-এর বর্ণনাসহ এ ধরনের আরো তিনটি রেওয়ায়েত পেশ করেছেন এবং এটাকে পরীক্ষিত বলে অভিমতও প্রদান করেছেন। সুতরাং প্রমানিত হলো প্রিয় নবীর নাম মোবারক শ্রবন করে বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করে চোখে লাগালে চক্ষু রোগে আক্রান্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আলহামদুলিল্লাহ।

প্রিয় নবীর নাম মোবারক চুম্বন ও সম্মান করার কারণে হযরত মুসা আলায়হিস সালাম-এর এক গুনাহগার উম্মতের মুক্তি

বনী ইসরাইলের এক ব্যক্তি, যিনি হযরত মুসা আলায়হিস সালাম-এর উম্মত ছিলেন। তবে সে একশত বৎসর কিংবা তার চাইতেও বেশী পাপ কার্যে লিপ্ত থাকার পর ইন্তে কাল করলে ঘৃণাভরে তাকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা হয়। হযরত মুসা আলায়হিস সালাম-এর উপর অহি করা হলো তাকে যেন নবুয়তী হাতে গোসল, কাফন, জানাযা নামাজ পড়ে দাফন করা হয়। আদেশ পালনের পর মুসা আলায়হিস সালাম আল্লাহর নিকট এ বড় পাপীর কিভাবে মুক্তি হলো জানতে চাইলো।

يَا رَبِّ وَبِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ اَنَّهُ فَتَحَ التَّوْرَاةَ يَوْمًا فَوَجَدَ فِيْهَا اِسْمُ مُحَمَّدٍ ﷺ وَضَعَهُ عَلَى عَيْنَيْهِ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَقَدْ غَفَرْتُ لَهُ بِذَلِكَ.

-হে আল্লাহ! এ লোকটি সম্পর্কে এ কথা জনসম্মুখে প্রসিদ্ধ ছিল যে, সে একজন জগণ্য অপরাধী। তার শাস্তির স্থলে এরূপ ক্ষমা (দয়া) কিভাবে হলো?

মহান প্রভূর পক্ষ থেকে উত্তর আসলো- সে সত্যিই শাস্তি ও আযাবের যোগ্য। কিন্তু একদিন সে তাওরাত কিতাব খুলে পড়লে তথায় নবীকুল সম্রাট হুযুর করীম ﷺ-এর নাম মোবারক লেখা দেখল, তখন সে মুহাব্বত সহকারে প্রিয় নবীর নাম মোবারকে চুম্বন করে স্বীয় চোখে লাগালো এবং দরুদ শরীফ পাঠ করল। ঐ পবিত্র নামের ইজ্জতের অসিলায় আমি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।[৮২]

এখানে লক্ষণীয় বিষয়, হযরত মুসা কলিমুল্লাহ আলায়হিস সালাম-এর জগণ্য গুনাহগার উম্মত প্রিয় নবীর নাম মোবারক মোহাব্বাত সহকারে চুম্বন করে এছাড়াও যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা পেয়ে জান্নাতী হয়ে যায়, তাহলে প্রিয় নবী হাবিবুল্লাহর উম্মত তাঁরই মেবারক নাম শ্রবন করতঃ চুম্বন করে চোখে লাগানোর কারণে মহান আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা প্রাপ্তির আশা পোষন করতে পারে না? অবশ্যই পারে, তবে যাদের অন্তরে প্রিয় নবীর দুশমনী রয়েছে, তারা ব্যতীত।

---

৮২. খাসায়েসে কুবরা, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা-১৬

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অতএব বেয়াদবদের ফতোয়ায় কান না দিয়ে যত বেশী প্রিয় নবীর নাম মোবারক শ্রবণ করে দরুদ শরীফ পাঠসহ বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বন করুন আর চোখে লাগান। এর নগদ উপকারিতা উপলব্ধি করুন। সিরতে হালবী, খাসায়েসে কুবরা, নুযহাতুল মাজালিস, আল কওলুল বদী সহ অসংখ্য কিতাবে এ ঘটনা বিদ্যমান।

আল্লামা জালাল উদ্দীন রুমী রহমাতুল্লাহি আলায়হি মসনবী শরীফে ইঞ্জিল শরীফের বরাতে উল্লেখ করেছেন খ্রীষ্টানদের একদল ইঞ্জিল' শরীফে প্রিয় নবীর নাম মোবারক দেখে চুম্বন করত আর বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিজয় আর সফলতা অর্জন করত আর যারা ইঞ্জিল শরীফে নাম মোবারক দেখে বেয়াদবী করত, তারা মসিবতে, আযাবে পর্যবসিত হত। এভাবে যুগে যুগে নামে পাকের তা'জিমকারীরা সম্মানিত হয়েছে আর বিদয়াত ফতোয়া দানকারীরা লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, ঘৃনিত হয়েছে।

বরং বিদয়াত ফতোয়াদাতাদের মুরুব্বী মৌলভী আবদুল হাই লক্ষ্মৌভী সাহেব মজমুয়ায়ে ফতোয়ার ৩য় খন্ডে এ আমলকে মুস্তাহাব বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও এটা হযরত আদম আলায়হিস সালাম-এর সুন্নাত হিসাবেও প্রমানিত।[৮৩]

বর্ণিত আমল সম্পর্কে উত্থাপিত প্রশ্ন ও উত্তর

যারা এ পূণ্যময় আমলকে বিদয়াত, নাজায়েয বলে অপ-প্রচার করে তাদের এক নাম্বার যুক্তি হলো- আল্লামা হযরত মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি সহ শামী অনেক মুহাদ্দেসীনে কেরাম আযানের সময় প্রিয় নবীর নাম মোবারক শ্রবন করে বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বনের বিধান সংক্রান্ত হাদীসের ক্ষেত্রে বলেছেন-

لَمْ يَصِحَّ مِنَ الْمَرْفُوعِ مِنْ هَذَا شَيْءٌ.

(উক্ত মাসয়ালায়) উল্লেখিত হাদীসগুলোর মধ্যে কোন মরফু ছহীহ হাদীস নেই। তাই এ আমল গ্রহনযোগ্য নয়। তাদের এ অভিযোগের জবাবে বলতে হয়, তারা উসূলে হাদীস পর্যন্ত বুঝেনা। কেহ কেহ হাদীসে মরফু হওয়াটাকে অস্বীকার করেছেন, কিন্তু হাদীসে মওকুফ, হাসান, জঈফ ইত্যাদিকে অস্বীকার করেননি। তার প্রমান হলো- আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি হাদীসটি মরফু হিসাবে ছহীহ না হলেও মওকুফ হিসাবে ছহীহ হওয়ার ব্যাপারে লিখেছেন-

---

৮৩. রুহুল বয়ান

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

قُلْتُ وَاِذَا ثَبَتَ رَفعَهُ عَلَى الصِّدِّيْقِ ﷺ فَيَكْفِى لِلْعَمَلِ بِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلاَمِ عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ.

অর্থাৎ- আমি (মোল্লা আলী ক্বারী) বলছি, আযানে বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বনের বর্ণনাটি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত মরফু হিসাবে পৌঁছেছে। সুতরাং এ হাদীসে মওকুফ (সমাহাবীগনের বর্ণিত) হিসাবে গণ্য হয়ে আমলের জন্য যথেষ্ট। কেননা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

তোমরা আমার সুন্নাত ও আমার খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আকড়িয়ে ধরো।[৮৪]

অতএব মওকুফ হাদীসও ছহীহ প্রমাণিত হলো। কেননা ঐ হাদীসের সনদ সরাসরি হযরত সিদ্দিকে আকবর রাযিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত পৌঁছেছে। হযরত সিদ্দিক আকবরের সুন্নাত মূলত প্রিয় নবীর সুন্নাত। তাই এটাকে অস্বীকার করার কোন যুক্তি নেই। এর পরেও যদি এটাকে জঈফও ধরা হয়, তারপর এটাকে নাজায়েয, বিদয়াত বলার অধিকার কারো নেই। যেহেতু ফতোয়ায়ে শামী আযান অধ্যায়ে রয়েছে-

عَلَى اَنَّهُ فِى فَضَائِلِ الاَعْمَالِ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِالْحَدِيْثِ الضَّعِيْفِ.

-ফসায়েলে আমালের ক্ষেত্রে জঈফ হাদীস দ্বারা আমল করা জায়েয।

ফতহুল কাদীরে রয়েছে-

اَلِاسْتِحْبَابُ يُثْبَتُ بِالضَّعِيْفِ.

-জঈফ হাদীস দ্বারা মুস্তাহাব প্রমানিত হয়।

অতএব, প্রমানিত হলো আযানের সময় বৃদ্ধাঙ্গুল চুম্বনের বিধান সংক্রান্ত হাদীস জঈফ হলেও আমলের জন্য যথেষ্ট। এটাকে বিদ'আত, নাজায়েয বলার অধিকার কারো নেই। কারণ ফতোয়ায়ে শামী, শরহে বেকায়া, তাফসীরে জালালাইন, রুহুল বয়ানসহ অসংখ্য কিতাবে এ আমলকে মুস্তাহাব বলে অভিমত পেশ করা হয়েছে। এ আমল সম্পর্কে তারা আরেকটি যুক্তি দিয়ে বলে থাকে- হযরত আদম আলাইহিস সালাম স্বীয় নখ মোবারকে প্রিয় নবীর নূর মোবারক দেখে চুমো দিয়ে থাকেন, এখন তো সে কারণ নেই। তাদের এ অভিযোগের উত্তরে বলতে চাই, আমরা প্রিয় নবীর নাম মোবারক শ্রবন করে চুমো দিয়ে চোখে

---

[৮৪]. আল মওজুআতুল কবীর, পৃষ্ঠা- ১০৮

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

লাগাই। আর হযরত আদম আলায়হিস সালাম-এর সে কারণ এখন না থাকলে যদি এ আমল করা নাজায়েয হয়ে যায়, তাহলে হযরত হাজেরা দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন হযরত ইসমাইল আলায়হিস সালাম-এর পানির জন্য এখনও সাফা-মারওয়ায় দৌড়াদৌড়ি করেন কেন? এভাবে শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ, রমলসহ ইসলামের অসংখ্য আমল এখন আর কারণ অবশিষ্ট না থাকলেও করা হচ্ছে, তাহলে এগুলো কী নাজায়েয? কখনও না। এ গোস্তাখদের শুধুমাত্র প্রিয় নবীর প্রতি দুশমনিই এ প্রকারের আমলকে বিদয়াত বলার প্রধান কারণ।

আর নখ বেহেস্তী পোষাক বিধায় এ নখে চুম্বন দিয়ে আমরা চোখে লাগাই এতে নাজায়েযের কোন কারণ নেই। নবীপ্রেমিকদের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। এরপরও কোরআন-সুন্নাহর মধ্যে কোথাও আঙ্গুল চুম্বনের বিধান সম্পর্কে যদি নাও থাকত, তারপরও কেউ এটাকে নাজায়েয বলতে পারতো না। যেহেতু নিষেধাজ্ঞামূলক কোন প্রমাণ এ আমলের বিরুদ্ধে নেই বরং কিয়ামত পর্যন্ত কেহ দেখাতেও পারবে না।

মহান আল্লাহ পাক সবাইকে তার প্রিয় মাহবুব সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম-এর মোহাব্বাত দান করুন। আমীন বেহুরমতে ছায়্যিদিল মুরছালিন।

www.YaNabi.in